তুচ্ছের পদাবলি

পাবলো নেরুদা

ভাষান্তর

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়



তুচ্ছের পদাবলি

তুচ্ছের পদাবলি

পাবলো নেরুদা

ভাষান্তরণ: কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধস্বর

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১৪

তুচ্ছের পদাবলি । পাবলো নেরুদা ভাষান্তণঃ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর, বি-৬, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

মূল্যঃ ১৫০ .০০ টাকা

ISBN : 978-984-90750-7-3

Tuchchher Padabali by Pablo Neruha; Translated by Kajal Bandyopaddhyay

Publisher
Ahmedur Rashid Chowdhury
Shuddhashar, B-6, Concord Emporium Shoping Complex
253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road, Kataban, Dhaka

First published in February, 2014

Price ৳ 150 $ 3 £ 3

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

পাব্‌লো নেরুদা: বৃত্তান্তের বদলে

পাব্‌লো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) ছিলেন জোসে ডেল্‌ কারমেন রেয়েস্‌ (José del Carmen Reyes) এবং রোসা বাসোয়াল্টো (Rosa Basoalto)-র পুত্র। জন্ম চিলির পারাল-এ, ১৯০৪-এর ১২ জুলাই তারিখে। জন্মের সময় তাঁর নাম ছিল নেফ্‌টালি রিকার্ডো রেয়েস্‌ বাসাল্টো; নেরুদার জন্মের এক মাসের মধ্যে তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন। আর দু'বছর পরে পরিবারটি চিলির আরো দক্ষিণের একটি শহর, টেমাকোতে চলে যায়, যেখানে তাঁর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালপক্ক বালক নেরুদা কবিতা লিখতে শুরু করেন দশ বছর বয়স থেকেই। তাঁর বাপ লেখালেখি থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, দু'পয়সার মূল্য দেননি তাঁর কবিতাকে, সম্ভবত যে-কারণে প্রথমে তিনি পাব্‌লো নেরুদা ছদ্মনামে লেখা ছাপানো শুরু করেছিলেন। নামটি নেন তিনি চেকোশ্লোভাক কবি জান নেরুদা (১৮৩৪-১৮৯১) র নামানুসারে। ১৯৪৬ সালে নামটি তিনি আইনী ভাবে ধারণ করেন। ১৯১০ সালে নেরুদা টেমাকো বালক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, এবং সেখানকার পাট শেষ করেন ১৯২০-এ। দীর্ঘদেহী, লাজুক আর নিঃসঙ্গ নেরুদা ঠেসে বই পড়তেন, তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন টেমাকো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, আরেক যে-ঋদ্ধ-কবি পরবর্তী কালে নোবেল পুরস্কার পান। এ-প্রসঙ্গে দু'জন সমালোচক বলেছিলেন, "এটা প্রায়-অকল্পনীয় যে দু'জন এরূপ গুনী কবি নিজেদেরে এরকম এক অপ্রত্যাশিত স্থানে দেখতে পাবেন। মিস্ত্রাল তরুন নেফ্‌টালির প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন আর তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বইপত্র দিয়ে, বাড়িতে তাঁর যা খাম্‌তি ছিল, সে সব যোগান দিয়ে।"

নেরুদা প্রথমে কবিতা ছাপিয়েছিলেন স্থানীয় সংবাদপত্রে এবং পরে চিলির রাজধানি সান্তিয়াগোর ম্যাগাজিনে। ১৯২১ সালে তিনি আরো লেখাপড়া শিখতে এবং ফরাসী ভাষার শিক্ষক হতে সান্তিয়াগো চলে যান। সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল নিঃসঙ্গতা, ক্ষুধা, ইত্যাদি; শুরু করেন তিনি এক ছন্নছাড়া জীবন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, *Crepusculario*। সূক্ষ্ম আর তক্‌তকে কবিতাগুলো ছিল প্রতীকী ধারার। তাঁর দ্বিতীয় বই, *প্রেমের কবিতা কুড়ি আর হতাশার গান এক* (*Twenty Love Poems and a Song of Despair,1924*) একটি ব্যর্থ প্রেমের অনুপ্রেরণা। দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় বইটি, এবং এখন পর্যন্তও এটি নেরুদার জনপ্রিয়তম বইয়ের একটি। এ বইয়ের কবিতা বলিষ্ঠ, চোখা আর

সরাসরি, তবে রূপকল্পে এবং উপমায় সূক্ষ্ম আর মৌলিক। দীর্ঘ রোমান্টিক কাব্যর ঐতিহ্যে এ-বইটির কবিতা সবচেয়ে ভালোভাবে হাজির করেছে তরুণ, আবেগী আর অসুখী প্রেমকে। *প্রেমের কবিতা কুড়ি আর হতাশার গান* কাব্যগ্রন্থটি তার কবির জন্যে কিছু দুর্নামও বয়ে এনেছিল, এর যৌনতা- উদযাপনের দিকটিতে। *স্যাটারডে রিভিয়ু*-তে রবার্ট ক্লিমন্স লিখেছিলেন, এ বই শুরুতেই তাকে প্রতিষ্ঠা দেয় "প্রেমের এক খোলামেলা, ইন্দ্রিয়পরায়ন মুখপাত্র হিসেবে"। তবে, একই কারণে চিলির অন্য কবিরা যা পান নি, নেরুদা তা পানঃ এক গণগ্রহণযোগ্যতা। প্রেমের ঘটনাগুলোর স্মৃতিকে দক্ষিণ চিলির অরণ্যপ্রকৃতির স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিয়ে নেরুদা এমন এক কাব্যক্রম তৈরি করেন যা শুধু এক দেহজ মিলনকে বর্ণনা করে না, সেই বিচ্ছেদকেও করে রূপায়িত যা তিনি অনুভব করেছিলেন গ্রাম ছেড়ে নগরে আসার সময়ে। *পোয়েট্রি অব পাবলো নেরুদা* বইয়ে রেনে ডি কস্টা লিখেছিলেন, "ঐতিহ্যগতভাবে প্রেমের কবিতা নারীকে প্রকৃতির সাথে এক ক'রে দেখেছে। নেরুদা এই প্রতিষ্ঠিত উপমা-কাঠামোকে নিয়েছিলেন, এবং একে আরো উর্দ্ধে মহাবিশ্বের পর্যায়ে তুলে', তাকে পরিণত করেন এক –- শক্তিতে।" বিশ বছর বয়সেই, মাত্র দুটো কাব্যগ্রন্থ নিয়ে, নেরুদা ছিলেন চিলির সর্বাধিক পরিচিত কবিদের একজন। এবারে তিনি তাঁর ফরাসী অধ্যয়ন ছেড়ে দেন, আর নিজেকে সবটা নিয়োজিত করেন কবিতায়। দ্রুত ধারাক্রমে বেরোয় আরো তিনটে কাব্যগ্রন্থ: *অসীম মানুষের প্রয়াস* (১৯২৬), *চক্র* (১৯২৬) এবং *উৎসাহী গুলতিবাজ* (১৯৩৩)। তথাপি, কবিতা তখনো ছিল না তাঁর আয়ের কোনো স্থির উৎস; আর তাই, বিভিন্ন ভাষা আর ম্যাগাজিন-পত্রপত্রিকার রচনা দ্রুত অনুবাদ করতে থাকেন তিনি। একটি স্থায়ী চাকরির অভাবে নেরুদার ভবিষ্যত অনিশ্চিত থেকে যায়। তখন তিনি বার্মার রেঙ্গুনে চিলির অনারারি কন্‌সাল-এর পদটি পেতে সক্ষম হন, পরবর্তী পাঁচ বছর এশিয়ায় স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু, নিদারুণ দারিদ্র্য তখনও তাঁর সঙ্গীঃ কারণ, অনারারি কন্‌সাল হিসেবে তাঁর তো কোনো বেতনকড়ি ছিল না, ছিল বরং নিঃসঙ্গতার যন্ত্রনা। *মডার্ন লেটিন আমেরিকান লিটারেচার*-এ *প্রেমের কবিতা কুড়ি আর হতাশার গান এক* কাব্যগ্রন্থের সাথে যুক্ত ক'রে ডেভিড পি গালাঘের লিখেছিলেন যে এ-কাব্যে "নেরুদা প্রতীকীভাবে সাগর-ভ্রমণ করেছেন এক আদর্শ বন্দরের খোঁজে। ১৯২৭-এ তিনি এক বাস্তব সফরে নেমে পড়েন–বুয়েন্‌স আয়ার্স থেকে লিসবন, সেখান থেকে শেষে রেঙ্গুন, যেখানে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল চিলির অনারারি কন্‌সাল হিসেবে।" এর ব্যাখ্যা দুরান আর সাফির দিয়েছেন নিম্নরূপঃ "অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান দেশের ন্যায় চিলিরও দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল তার কবিদেরকে বিদেশে কনসাল হিসেবে, কিংবা এমন কি খ্যাতিমান হয়ে গেলে, রাষ্ট্রদূত হিসেবে, নিয়োগ দেয়ার।"

রেঙ্গুন থেকে নেরুদা চলে যান শ্রীলঙ্কার কলোম্বোতে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সঙ্গে তিনি বেশি-বেশি একাত্ম হতে থাকেন; তাঁরা প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, কিন্তু দারিদ্র্য, ঔপনিবেশিক শাসন আর রাজনৈতিক নির্যাতনে নিষ্পেষিত। এশিয়ায় কাটানো এ-সময়কালেই নেরুদা লেখেন *পৃথিবীতে বসবাস* (*রেসিডেন্স অন আর্থ*)। কাব্যগ্রন্থটি শেষ অবধি দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৫-এ। ১৯৪৭-এ নেরুদা একটি তৃতীয় খণ্ডও যোগ করেন। এ-বইয়েই নেরুদা *প্রেমের কবিতা কুড়ি* বইটির পর্যায়ের তাঁর যে সরল, প্রথাবদ্ধ গীতিময়তা, তাকে অতিক্রম করে যান, ত্যাগ করেন প্রচলিত বাক্যগঠনরীতি, স্তবকসজ্জা; অত্যন্ত ব্যক্তিছাপযুক্ত এক কাব্যশৈলী তৈরি করার উদ্দেশ্যে। তাঁর ব্যক্তিক আর সমষ্টিগত কষ্ট জন্ম দিয়েছিল ভাঙন, আলোড়ন, ক্ষয়, আর মৃত্যুর দুঃস্বপ্নময় ভিশন, যাকে তিনি বাণীবদ্ধ করেন সুররিয়ালিজম-দ্বারা অনুপ্রাণিত ধাঁধালো, দুরূহ এক রীতিতে। এই মাথা-ঘুরিয়ে-দেয়া আর রহস্যময় কবিতাগুলো পাঠককে যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি দূরে সরিয়ে দেয়–নরকের রাজ্যে অবতরণের যে শক্তিশালী আর বিস্ময়-জাগানো ছবি তাঁরা হাজির করে, তাঁর সাহায্যে। এ বইয়ের দিকে তাকিয়েই সম্ভবত গার্থিয়া লোরকাকে উদ্ধৃত ক'রেছিলেন ডি কস্টা, যেখানে লোরকা নেরুদাকে বলছেন "দর্শনের তুলনায় পৃথিবীর কাছাকাছি, অন্তদৃষ্টির চেয়ে কাছে বেদনার, কালির চেয়ে কাছে রক্তের। রহস্যময় কণ্ঠস্বরসমূহে পূর্ণ এক কবি যিনি সৌভাগ্যক্রমে তাদের অর্থোদ্ধার করতে জানতেন না।" আর একই বইয়ের কারণে *নিউ ইয়র্ক রিভিয়্যু অব বুকস্*-এ মাইকেল উড লিখেছিলেন, "নিজে নেরুদা এর অত্যন্ত নির্মম মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এ বই মানুষকে বাঁচার চেয়ে বরং মরতে সাহায্য করেছিল, আর যদি তা করার কর্তৃত্ব থাকতো, তাহলে তিনি একে নিষিদ্ধ করতেন, নিশ্চিত করতেন তা আর কখনো পুনঃপ্রকাশিত হবে না।"

১৯৩০ সালে বাটাভিয়ায় (আধুনিক জাকার্তা) কনসাল জেনারেল হিসেবে নেরুদার নাম ঘোষণা হয়, যা ছিল তখন ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজের রাজধানী। সেখানে তিনি মারিয়া আন্তোনিয়েতা হাগেনার নাম্নী এক ডাচ নারীর প্রেমে পড়েন, এবং ১৯৩২ সালে তাঁকে বিয়ে করেন। নেরুদা চিলিতে ফিরে আসেন, কিন্তু তখনো কবিতা থেকে তার জীবিকা-নির্বাহ হচ্ছে না। ১৯৩৩-এ তাঁকে চিলিয়ান কনসাল নিয়োগ করা হয় আর্জেন্টিনার বুয়নেস্ আয়ার্সে। সেখানে দেখা হয় স্প্যানিশ কবি ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার সাথে, আর্জেন্টিনায় বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি তখন। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়, আর লোরকা হয়ে ওঠেন নেবুদার কাব্যের এক উৎসাহী রক্ষক।

১৯৩৪ সালে নেরুদা কন্‌সাল হিসেবে নিয়োগ নেন স্পেনের বার্সিলোনাতে; দ্রুতই তাকে বদলি করা হয় মাদ্রিদের কনসুলেটে। গার্থিয়া লোরকা তাঁকে সেখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর উপস্থিত সাফল্য পান নেরুদা। নেরুদার নতুন বন্ধুগণ, বিশেষত রাফায়েল আলবার্তি এবং মিগুয়েল হার্নান্দেজ বিপ্লবী রাজনীতি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। নেরুদা তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন এবং কম্যুনিজমের দিকে বেশি-বেশি অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে তাঁর বিয়ে টলমলো করছিল। ১৯৩৬ সালে স্ত্রীর সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এবং নেরুদার সাক্ষাত হয় এক তরুণী আর্জেন্টাইন নারী, ডেলা ডেল কারিলের সাথে, যে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে নেরুদার ঘর করেছিলো পঞ্চাশের দশকে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

পৃথিবীতে বসবাস নামে কাব্যগ্রন্থের একটি দ্বিতীয় বর্দ্ধিত সংস্করণ ১৯৩৫ সালে দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে নেরুদা প্রথম খণ্ডের অত্যন্ত ব্যক্তিগত, প্রায়শ দুর্বোধ্য কাব্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পান, বহির্মুখী একটি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, আর অধিকতর পরিষ্কার, প্রবেশসম্ভব রচনারীতি, যাতে ক'রে তিনি তাঁর নতুন সামাজিক আগ্রহগুলোকে আরো ভালোভাবে পাঠকের কাছে পৌছে দিতে পারেন। অবশ্য এই কাব্যধারার অগ্রগতি অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সূচনায়। জাতীয়তাবাদীরা যখন গার্থিয়া লোরকাকে হত্যা করলো, এবং আলবের্তি আর হার্নান্দেজ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছিলেন, প্রজাতন্ত্রীদের জন্যে অর্থ আর সমর্থন সংগ্রহ করতে নেরুদা তখন স্পেনের ভেতরে এবং বাইরে সফর ক'রে চলেছেন। তাদের সঙ্গে সংহতি জানাতে ১৯৩৭ সালে তিনি লিখলেন *হৃদয়ে আমার স্পেন*। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যরা বইটি ছেপেছিল উপস্থিত-তৈরি প্রেসে, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে।

১৯৩৭ সালে নেরুদা চিলিতে ফেরেন এবং তাঁর দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, ভাষণ দিয়ে, কবিতা শুনিয়ে। একই সঙ্গে তিনি রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন প্রজাতন্ত্রী স্পেন আর চিলির সেন্টার-লেফ্ট সরকারকে। ১৯৩৯ সালে তাঁকে বিশেষ কনসাল নিয়োগ করা হয় প্যারিসে, যেখানে তিনি বহু পরাজিত স্প্যানিস প্রজাতন্ত্রীর চিলিতে অভিবাসনের কাজ তত্ত্বাবধান করেন, এঁরা সব ফ্রান্সে পালিয়ে এসেছিল। ১৯৪০ সালে তিনি পান মেক্সিকোতে কনসাল জেনারেলের পদ। কাজ শুরু করেন তিনি একটি দীর্ঘ কবিতার ওপরও, *ক্যান্টো জেনারেল*, পূর্ণ যা ঐতিহাসিক আর মহাকাব্যিক স্বরস্মৃতিতে। পরে এটি তাঁর প্রধান রচনাগুলোর একটি হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালে পেরু সফরকালে নেরুদা মাচ্চুপিচ্চুর প্রাচীন নগরীতে আরোহন করেন। এই দৃষ্টিকাড়া ধ্বংসাবশেষ তাঁর

ভেতরে যে প্রবল আবেগ জাগ্রত করে, তা-ই প্রাণিত করেছিল তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলোর একটিকে, *মাচ্চুপিচ্চুর শীর্ষরা* (১৯৪৩)। *ক্যান্টো জেনারেল*-এর কেন্দ্রীয় সৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রাক-কলম্বীয় সভ্যতার এক মহিমাপূর্ণ উদ্‌যাপন।

ইতোমধ্যে স্বদেশে নেরুদা দেখতে পান ঘটনার এক হতভম্বকর উল্টো গতি। ১৯৪৩-এ ফিরেছিলেন তিনি চিলিতে, ১৯৪৫-এ নির্বাচিত হন সিনেটর এবং যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতেও। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি বাম প্রার্থী গ্যাব্রিয়েল গন্‌জালেস ভিডেলার পক্ষে অভিযানেও নামেন, বুঝি এটা দেখতে যে দু'বছর পরেই রাষ্ট্রপতি ভিডেলা দক্ষিণপন্থার দিকে চলে যাবেন। বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার বোধ নিয়ে নেরুদা ভিডেলাকে একটি খোলা চিঠি লেখেন; ফলস্বরূপ, সিনেট থেকে বহিষ্কৃত হন তিনি, আর গ্রেফতার এড়াতে চলে যান আত্মগোপনে । ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে রাতের বেলায় ঘোড়ায় চ'ড়ে আন্দিজ পর্বতমালা পেরিয়ে চিলি ত্যাগ করেন তিনি, ব্যাগে তাঁর *ক্যান্টো জেনারেল*-এর পাণ্ডুলিপি।

নির্বাসনে থাকা-কালে নেরুদা সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলান্ড, হাঙ্গেরী এবং মেক্সিকো সফর করেন। মেক্সিকোতে আবার দেখা হয়ে যায় মাটিল্ডে উররুফিয়ার সঙ্গে, ১৯৪৬ সালে যাঁর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল। তাদের এই বিয়ে টিকবে তাঁর জীবনের শেষ অবধি, আর মাটিল্ডে প্রাণিত করবেন বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক আবেগঘন স্প্যানিস প্রেমের কবিতার কিছুসংখ্যককে। নেরুদার *পৃথিবীতে বসবাস* কাব্যচক্রের তৃতীয় খণ্ডটি, *তৃতীয় বসবাস* অহংকেন্দ্রিক উৎকণ্ঠার প্রতি তাঁর প্রত্যাখ্যান আর বামপন্থী আগ্রহের প্রকাশ্য সমর্থনকে সম্পূর্ণ করেছিল। *কান্টো জেনারেল*-এ প্রকাশ ঘটে তাঁর কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসসমূহের। এই মহাকাব্য উদ্‌যাপন করেছে লাতিন আমেরিকাকে–এর উদ্ভিদ, প্রাণী, ইতিহাস, বিশেষত স্প্যানিস শাসন থেকে এর মুক্তিযুদ্ধগুলো আর স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় অর্জনে এর মানুষের অব্যাহত সংগ্রামকে। এতে অবশ্য উদ্‌যাপন রয়েছে জোসেফ স্টালিনেরও, রক্তস্নাত সেই সোভিয়েত শাসকের যিনি তখন শাসন করছিলেন।

১৯৫২ সালে চিলির পরিস্থিতি আর একবার অনুকুল হলে নেরুদা দেশে ফিরতে সক্ষম হন। ততোদিনে তাঁর কাব্য অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিত্তবান এবং বিখ্যাত তিনি তখন; ইস্‌লা নেগ্রা-তে প্রশান্ত মহাসাগরমুখী একটি বাড়ি বানালেন, সান্তিয়াগো আর ভালপারাইসোতেও বাড়ি থাকলো তাঁর। ইউরোপ, কিউবা, চীন, ইত্যাদি দেশে ভ্রমণের সময়ে তাঁর তখন যে কী অবিরাম লেখার পর্যায় আর সৃষ্টির

রীতিমতো জ্বর। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বড় রচনাগুলোর একটি, *জিনিসপত্রের বন্দনা*। এর কাব্য এক নতুন রীতিতে রচিত –সরল, সরাসরি, সুনির্দিষ্ট আর সরস–আর এতে থাকলো প্রতিদিনকার দ্রব্যাদির বর্ণনা, পরিস্থিতির, প্রাণীর (যেমন, পিঁয়াজের বন্দনা, বিড়ালের বন্দনা)। *জিনিসপত্রের বন্দনা*-র অনেক কবিতাই ব্যাপকভাবে, সংকলিত হয়েছে। এ-বছরগুলোতে নেরুদার কাব্যিক সৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর ব্যক্তিগত সুখের কারণে; ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে বেরোয় তাঁর ২০টি বই; তার পরেও বেরোয় ৮টি।

স্মৃতিকথা বইটিতে নেরুদা স্মৃতিচারণ, মন্তব্য আর টুকরো কাহিনীর সাহায্যে নিজের জীবনের সারাংশ বলেছেন।

১৯৬৯ সালে বামপন্থী প্রার্থী সালভেদর আয়েন্দের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালান নেরুদা, আর চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে আয়েন্দে তাঁকে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। ক্যান্সারে অসুস্থ অবস্থায় ফ্রান্সে থাকাকালে নেরুদা জানতে পান তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার নিতে স্টকহোম যাওয়ার পরে ফেরেন চিলিতে, তখন শয্যাশায়ী তিনি আর অন্তিমভাবে অসুস্থ। ১৯৭৩-এর ১১ সেপ্টেম্বরের দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানে আয়েন্দে নিহত হওয়ার ক'দিন পরেই নেরুদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অভ্যুত্থানের ঘটনায় ক্লিষ্ট হয়েই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন বলে অনেকে বলেছিলেন। আর, পাবলো নেরুদার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে ঘটে তখনকার সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জনবিক্ষোভ। নেরুদার কবিতার প্রতিবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মিছিলেঃ "Companero Pablo Neruda!" "Presente!" "Companero Pablo Neruda!" "Presente!" "Ahora y siempre!"

উপসংহারের পরিবর্তে

নেরুদার কবিতা এতোই সমৃদ্ধ আর বিচিত্র যে একে শ্রেণিভুক্ত-করা কিংবা এর সহজ সারসংক্ষেপ অসাধ্য। তবে তা হয়তো চারটি বড় ধারায় অগ্রসর হয়। তাঁর প্রেমের কাব্য, যেমন *প্রেমের কবিতা কুড়ি* আর পরিপক্ক বই, *ক্যাপ্টেনের কাব্য* কোমল, বিষাদপূর্ণ, ইন্দ্রিয়পরায়ন আর প্রবলভাবে আবেগী। যা তার 'বাস্তব' কাব্য, উদাহরণস্বরূপ *পৃথিবীতে বসবাস (রেসিডেন্স অন আর্থ)*, সেখানে নিঃসঙ্গতা আর অবসাদ কবিকে ডোবায় অন্ধকার আর দানবিক শক্তির ভূগর্ভস্থ জগতে। তাঁর মহাকাব্যিক কবিতার সেরা প্রতিনিধি হচ্ছে *ক্যান্টো জেনারেল*, যা লাতিন আমেরিকার অতীত এবং বর্তমান, আর নিষ্পেষিত এবং অবদমিত জনতার

সংগ্রামের পুনর্ব্যাখ্যানের এক প্রয়াস। সর্বশেষে রয়েছে প্রতিদিনের সাধারণ দ্রব্য, প্রাণী, উদ্ভিদ, ইত্যাদির জন্যে নেরুদার কবিতা, *তুচ্ছের পদাবলি বইয়ে।*

এই চারটি ধারা নেরুদার ব্যক্তিত্বের চারটি দিকের সাথে যুক্ত: তাঁর আবেগী প্রেম-জীবন; এশিয়ায় কন্সাল হিসেবে কাটানোর সময়ে যে দুঃস্বপ্ন আর অবসাদ তিনি পার হয়েছিলেন; একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার; দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটির প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক মনোযোগ, মানুষের হাতে তৈরি কিংবা জন্মানো দ্রব্যাদির প্রতি ভালোবাসা। তাঁর অন্যান্য বইয়ের অনেকগুলো (যেমন, *প্রশ্নের বই*, ১৯৭৪) মানবতার বর্তমান আর ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক আর খামখেয়ালী সব প্রশ্নকে প্রতিফলিত করে।

স্প্যানিশ ভাষায় বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক মৌলিক কবিদের মধ্যে নেরুদা অন্যতম; তবে, তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য সত্বেও, তাঁর প্রতিটি বইয়ের রয়েছে রীতি আর উদ্দেশ্যের এক বিস্ময়কর ঐক্য।

সুধী পাঠক, পাবলো নেরুদা চিলির কবি হলেও আমাদের দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে মিল রেখে জীবনের একটা সময়ে তিনি চারপাশের অতি সাধারণ সব জিনিসের উদ্দেশে অনেকগুলো ওড্ বা পদাবলি লেখেন, বই আকারে বের হলে তিনি যার নাম দেন *ওড্‌স্ টু কমন থিংস* বা *তুচ্ছের পদাবলি*। স্প্যানিস ভাষায় প্রথমে এগুলো বের হয় চারটি খন্ডে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ সময়কালে। এখানে তাদের ভাষান্তর করা হয়েছে, ঐ নতুন ধরনের ওড্-এর সঙ্গে বাংলাভাষী পাঠকের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশে, সেখানকার মহৎ বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে।

বন্ধুকবি মুহাম্মদ সামাদকে না-জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে পড়তে-আনা *ওড্‌স্ টু কমন থিংস*-এর লেখাগুলা অনুবাদ করতে শুরু করি। এক সময়ে দেখি সবগুলোই ক'রে ফেলেছি। ভালোবেসে-করা কাজ নাকি বেশি খারাপ হয় না। ঠিক কি-না পাঠক বলবেন। বইটি পরে সামাদকে ফেরত দিয়েছি। আজ এই সুযোগে তাঁর কাছে মার্জনা চাইছি। অনুজপ্রতিম পিয়াস মজিদ এবং শুদ্ধস্বর-এর স্বত্বধিকারী আহমেদুর রশীদ চৌধুরীকে তাদের সকল বদান্যতার জন্যে অনেক-অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জিনিসপত্রের জন্যে পদাবলি

জিনিসপত্রের জন্যে আমার রয়েছে এক পাগলামো,
এক পাগলামো প্রেম ।
আমার প্লায়ার্স পছন্দ,
কাঁচি পছন্দ ।
আমি ভালোবাসি
কাপ কতোগুলো,
আংটা
আর বাটি ...
অবশ্য, বলতে নেই, টুপিও কতোক।
আমি সকল জিনিস
ভালোবাসি,
শুধু উৎকৃষ্টগুলো নয়,
একেবারে আণবিক-ক্ষুদ্রদেরও ...
আঙ্গুঠ
নাল,
পিরিচ,
আর ফুলদানী যতো

ও, হ্যাঁ,
আমাদের গ্রহটি
তো মহীয়ান!
ধূমপানের পাইপে পূর্ণ তা,
তামাকের ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে
যা হস্তধৃতভাবে লতিয়ে গেছে,
চাবি
আর নুন-ঝাঁকানোর বাটির মাঝখান দিয়ে,
তার মানে, মানুষের হাতে তৈরি সবকিছু,
প্রতিটি ছোট বস্তুঃ
চৌকস জুতো,
কাপড়-চোপড়,
আর সোনার প্রত্যেক
রক্তপাতহীন জন্ম ,

চশমা,
মিস্তিরির পেরেক,
ব্রাশ,
ঘড়ি, কম্পাস,
মুদ্রা, আর চেয়ারের অতো নরম
নরম।

মানবজাতি
তৈরি করেছে
আহা এতো-এতো নিখুঁত
জিনিস!
তৈরি করেছে পশম থেকে
আর কাঠ থেকে,
কাঁচ থেকে আর
রশি:
আকর্ষণীয় টেবিল,
জাহাজ আর সিঁড়ি।

সব জিনিস
আমি ভালোবাসি,
এজন্যে নয় যে
সেগুলো
আবেগী
কিংবা সৌগন্ধী,
বরং, একারণে যে
আমি জানি না,
কারণ, এই সাগর তোমার
আর আমার:
এই বোতামগুলো
আর চাকা
আর আল্‌তো-ভুলে-যাওয়া
সহায়-সম্পদ,
পাখা কতোক, যাদের
পালকের ওপর ভালোবাসা বিছিয়ে দিয়েছে

তার ফুল,
কাঁচ, ছুরি আর
কাঁচি...
সবই তাদের হাতল কিংবা দেহে
বহন করছে কারো আঙুলের চিহ্ন,
বিস্মৃতির গভীরতায় হারিয়ে-যাওয়া কোনো
দূর হাতের ছোঁয়া ।

বাড়িঘর,
রাস্তা আর
এলিভেটরে আমি থামি,
জিনিসপত্র ছুঁই,
দ্রব্যাদি লক্ষ্য করি,
গোপনে ওগুলো আমি চাই:
এটা, এর শিঞ্জিনীর জন্যে,
ওটা, তার নারীর নিতম্বতুল্য কোমলতার জন্যে,
ওখানকার ওটা, এর গভীর সমুদ্রের রঙের জন্যে,
আর, ঐটা তার ভেল্‌ভেট-পরশের জন্যে

হে উদ্ধারযোগ্য
নদী
জিনিসের;
কেউ বলতে পারবে না
যে আমি ভালোবেসেছিলাম
শুধু
মাছ
কিংবা জঙ্গল আর মাঠের গাছপালা,
ভালোবেসেছিলাম
শুধু
সেই জিনিসগুলো যারা লাফ দেয় আর বেয়ে ওঠে,
আকাঙ্ক্ষা করে আর টিকে থাকে ।
এটা সত্য নয়:
অনেক জিনিস আমাকে তাদের
গোটা গল্প বলার চক্রান্ত করেছিল.

তারা শুধু আমাকে স্পর্শ করে নি,
কিংবা আমার হাত তাদেরকে স্পর্শ;
তারা এতো
নিকটে ছিল
যে ছিল তারা
আমার সত্তার অংশ,
তারা আমার সঙ্গে-সঙ্গে এতো জীবিত ছিল
যে আমার জীবন তারা অর্দ্ধেক যাপন করেছে
আর তারা আমার মৃত্যু অর্দ্ধেকটা মরবে ।

টেবিলের জন্যে পদাবলি

একটা চারপায়া টেবিলে
আমি আমার পদাবলি গুলো লিখি,
চারদিকে থাকে রুটি, মদ
আর রোস্ট মাংস
(আমাদের স্বপ্নের
সেই কালো নৌকো)।
কখনো-কখনো তাতে সাজিয়ে রাখি আমি কাঁচি, কাপ, পেরেক
আর হাতুরি, আর সৌগন্ধী ফুল।

টেবিলগুলো বিশ্বাসযোগ্য:
টাইটানিক চারপায়া,
তারা ধরে রাখে
আমাদের আশা আর প্রাত্যহিক জীবনকে।

ধনী ব্যক্তির টেবিল
হলো
ঢেউ-খেলানো আর চক্‌চকে,
গুচ্ছ-গুচ্ছ ফলে ভরা
এক গল্পের জাহাজ।
পেটুকের টেবিল হচ্ছে এক বিস্ময়,
গথিক গল্‌দাচিংড়িতে স্তূপাকার,
আর আমার খালার ঘরেও,
গরমের দিনে, থাকে একটি নিঃসঙ্গ টেবিল।
তারা পর্দা টেনে ঘিরে দেয়,
আর গ্রীষ্মের আলোর কণামাত্র
অন্ধকারে বসা এ-টেবিলে
তরবারির মতো আঘাত করে,
আর খাবারদাবারের স্বচ্ছ শান্তিকে অভিবাদন জানায়।
আর রয়েছে দূরের একটি টেবিল, অতি-সাধারণ একটি,
মৃত এক খনি-শ্রমিকের জন্যে তারা
যেখানে
মালা গাঁথে ।

জনৈক মানবের অপচিত বেদনার
শীতল ঘ্রাণ ছড়ায় ওই টেবিল।
নিকটের ছায়ামাখা একটি ঘরে
একটি টেবিল
প্রেম তার শিখায়-শিখায় যাকে অগ্নিময় ক'রে তোলে।
কোনো নারী গ্লভস্ ফেলে গিয়েছিল সেখানে,
তুষের আগুনের মতো তা কাঁপছিল।

দুনিয়াটা
মধু আর ধোঁয়ায় আবৃত
একটি টেবিল,
আপেল আর রক্তে মাখামাখি।
টেবিল ইতোমধ্যে পাতা হয়ে গেছে,
আর আমাদেরকে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে
আমরা তা জানিঃ
যুদ্ধ অথবা ডিনার–আহ্বান যেখানেই হোক না কেন,
পক্ষ আমাদের বেছে নিতে হবে,
জানতে হবে
দীর্ঘ টেবিলে
বসার জন্যে
কিভাবে সাজতে হবে
পরবো ঘৃণার প্যান্ট,
না-কি ভালোবাসার সার্ট, সদ্য লন্ড্রি-ফেরত।
সিদ্ধান্তের এটাই মোক্ষম সময়,
তারা ডাকছেঃ
নর-নারীগণ,
চলুন, খেতে যাই!

চেয়ারের জন্যে পদাবলি

অরণ্যে নিঃসঙ্গ একটি চেয়ার।
লতার শ্বাসরোধকারী বন্ধনে
একটি পবিত্র বৃক্ষ আর্তনাদ করে।
অন্য লতারা আকাশের দিকে বেয়ে ওঠে।
রক্তমাখা প্রাণীরা গর্জন করে ছায়ার গহনে,
সবুজ আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে প্রকান্ড পত্রালি।
একটি সাপ তার অস্থিবলয়
ঝাঁকাতে থাকে তার লেজের ওপরে,
পতাকার দিকে তাক-করা তীরের মতো
একটি পাখী ঘন পল্লবের মধ্য দিয়ে ঝল্‌সে চলে যায়,
ততোক্ষণে বৃক্ষশাখা তাদের বেহালাগুলোকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।
ফুলের ওপরে ব'সে
কীটগুলো
না-ন'ড়ে-চ'ড়েই প্রার্থনা করে।
অরণ্যের সাগরের
কালো আগাছায়
আমাদের পা
ডুবে যায়,
অরণ্যের চাদোয়া থেকে ঝ'রে-পড়া মেঘে,
কোনো বিদেশি
এবং ক্রমঃহতাশ কোনো স্কাউটের জন্যে–
আমি যা চাই
তা হচ্ছে উপবিষ্ট বৃক্ষে
একটি আসন,
উস্কখুস্ক ভেল্‌ভেটের
এক সিংহাসন
সর্পিল লতার ভারে ছিন্নভিন্ন
    জবড়জঙ্গ এক চেয়ার–
হ্যাঁঃ
পায়ে হেটে যাচ্ছে যে মানুষটি, তার জন্যে
একটি চেয়ার
ধনী যা সর্ব ধনে–

উপবেশনের
সর্বোচ্চ মর্যাদা,
আর মসৃন জমিন!

তৃষ্ণার্ত বাঘ আর রক্তপায়ী মাছিসব,
আমার পেছনে জড়ো হও–
আমার পেছনে,
ভূতুরে তালপাতা,
কালো জলাভূমি,
চর্বি-গোলা জল,
মরিচার রঙের পাতা,
মৃত্যুহীন সাপ।
বজ্রের মাঝখানে
আমার জন্যে একটি চেয়ার আনো,
আমার জন্যে,আর
আর-সবার জন্যে।
শুধু একটি অবসন্ন দেহকে
ভারমুক্ত করার
জন্যে নয়,
সব কিছুর জন্যে,
প্রত্যেকের,
অপচিত শক্তি
আর ধ্যান-করার জন্যে

যুদ্ধ ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যের মতো বিশাল।
একটি একক চেয়ার
শান্তির
প্রথম চিহ্ন।

বিছানার জন্যে পদাবলি

এ যাত্রায়,
জীবন-যাত্রায়
আমরা যাই এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায়।
সদ্যোজাত, ক্লিষ্ট, মুমূর্ষু,
প্রেমিক, স্বাপ্নিক–সব্বাই।
বিছানা-বাহনে তারা এসেছে, এভাবেই তারা বিদায় নেবে;
আমরা সকলে এসেছি আর সকলেই বিদায় নেবো
এই ট্রেনে, এই নৌকোয়; সকল জীবনের জন্যে সত্য
এই নদী-যোগে,
প্রত্যেক মৃত্যুর
যেখানে অংশ।
প্রেম পৃথিবীকে পরিণত করে
ফুটে ওঠার জন্যে একটি শয্যায়, রক্তে ক্লিন্ন।
সেপ্টেম্বরের পূর্ণতা, তার স্বচ্ছতা
আকাশ-ভরা চাদরে-চাদরে
ফেটে পড়ে,
শুক্‌নো।
সাগর
গর্জায়,
অতলের
সবুজ
পাতালকুঠুরীর মারে
ক্লিষ্ট,
ফুঁসে উঠছে সাদা কাপড়ে, এবং কালো।

হে সাগর, বাধাদানকারী বিছানা,
অনিঃশেষে কাতরাতে-থাকা
জীবন আর মৃত্যু
আর অসভ্য বাতাস এবং ঝরোখা,
তোমার ভেতরে মাছ গভীরে ঘুমোয়,
আর রাত
এবং তিমি।

তোমার ভেতরে বিশ্রাম নেয়
মুমূর্ষু উল্কার
স্বর্গীয়, কেন্দ্রানুগ ছাইভস্ম।
তোমার ভেতরে ঘুমন্ত সবকিছুর জীবন নিয়ে,
সাগর, তুমি স্পন্দমান,
তুমি জাগাও এবং ছিঁড়ে ফেলো
চির-নবীনা কনের শয্যার স্বপ্নকে।

খাঁটি 'ভুলো-না-আমায়'-এ পূর্ণ দু'চোখে
অকস্মাৎ বিজ্‌লী চম্‌কায়,
আর এক টুকরো হিরে কিংবা আপেলের মুখমণ্ডল।
নরম চাদরের দিকে
তা তোমাকে পথ দেখায়
উজ্জ্বল ব্যানার কিংবা পদ্মের মতন,
যার টানে গড়িয়ে আমরা চলি
অন্তিম আলিঙ্গনের দিকে।
তারপর মৃত্যু
আমাদের সাথে বিছানায় ঘেষ্‌টে আসে,
তার কালিমাখা হাত দু'খানা
আর আয়োডিন-জিহ্বা নিয়ে।
সমুদ্র-তীরকে দেখিয়ে দিচ্ছে
দীর্ঘ সড়ক যতোক্ষণ,
ততোটা সময় সে আঙ্গুল তুলে রাখে,
যেন মরণাত্মক বেদনার সিংহদ্বার।

গিটারের উদ্দেশে পদাবলি

ক্ষীণতনু,
সুরেলা হৃদয়ের নিখুঁত প্রতিকৃতি,
তুমি গতির মধ্যে ধৃত সাক্ষাত স্পষ্টতা।
সঙ্গীতের মধ্যে অমর তুমি:
তোমার শুদ্ধ অবয়বের মৃত্যু নেই।

কঠিন দুঃখ কি
তোমার অন্তর থেকে উপ্‌চে পড়ে,
টুংটাং ধ্বনিতে,
              কিংবা পাখার গুঞ্জনে:
আমার স্মৃতিতে কি শুধু তা-ই থাকবে?

না-কি, তুমি নীরবতায়ই আরো
স্ফূর্তিদাতা,
পুঁতিকাটা ঘুঘু
কিংবা কোনো নারীর নিতম্ব,
তার ফেনা থেকে উৎসারিত একটি নক্‌শা
যা আবার হাজির হয়: একটি স্ফীত, এলানো এবং
পুনরুজ্জীবিত গোলাপ?

একটি ডুমুর গাছের তলায়,
খরস্রোতা বিও-বিও নদীর পাড়-ঘেঁষে,
পাখীর মতো ছেড়ে এলে তুমি বাসা,
গিটার,
আর তুলে দিলে কৃষ্ণগাত্রচর্মের হাতে
দীর্ঘকাল হারিয়ে-যাওয়া সংকেত-স্থান,
চাপা-ঠাসা কান্না,
আর বিদায়ের অশেষ পরিক্রমা।
তোমার অন্তর থেকে ঝরে পড়েছে গান,
মানুষ
আর গিটারের
বিয়ে,
এক ভোলা-অসম্ভব এবং ক্ষমাহীন নারীর

ভুলে-যাওয়া চুম্বন।
এভাবেই গোটা রাত
হয়ে ওঠে
একটি গিটারের
নক্ষত্রখচিত দেহ।
মহাকাশ কাঁপছিল
তার সাঙ্গীতিক চাঁদোয়ায়, যখন নদী
ঘুরিয়ে দিল
তার অসীম তারগুলোকে
সাগরের দিকে ধাবমান
সৌগন্ধ আর শোকের
এক নির্মল ধারা ।

রাতের সঙ্গে আসে
যে ঋদ্ধ নির্জনতা,
মাটির তৈরি রুটির মতো নির্জনতা,
গিটারের নদীর গাওয়া গানের নির্জনতা!
পৃথিবী কুঁচ্‌কে যায়
এক ফোঁটা মধুতে,
কিংবা একটি নক্ষত্রে,
আর পাতার ঝালর গলিয়ে সবকিছুই নীলঃ
কম্পমান, সবই গায় বেহেস্তের গান।

আর যে নারী বাজাচ্ছে
যুগপৎ মৃত্তিকা আর গিটার,
সে তার কণ্ঠে বহন করে
তীব্রতম মুহূর্তের
শোক আর আনন্দকে।
গিটার থেকে ঝ'রে পড়ে
সময় আর দূরত্ব।
আমরা একটি খোয়াব,
এক অসম্পূর্ণ গান।
অদমিত হৃদয় সড়ক বেয়ে অশ্বারূঢ় ফেরেঃ
বার-বার তা দেখে রাতের খোয়াব, নীরবতার,
বার-বার তা গায় মাটির গান, গিটারের।

বেহালার উদ্দেশে পদাবলি: ক্যালিফোর্নিয়ায়

একদিন আমি ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে
এক টুকরো পাথরের মতো বোধ করছিলাম,
একা-একা আর হতভাগা যেন কেউ।
প্রভাত এলো, বুঝি হলুদ চাবুকের আঘাত,
আর দম্‌কা বাতাসের মতো এলো সন্ধ্যা।
এলো রাত
নিখুঁত পাত্রের মতো,
নক্ষত্র আর নতুনত্ব তা থেকে উপ্‌চে পড়ছে।

হে গর্ভবতী
আকাশ, মেক্সিকোর সীমান্তে
নীল মূরতির
ছলকানো স্তন.
আর সেখানে সাগর-পারে
নিঃসঙ্গ পথিকের বিষাদ,
সম্পূর্ণ একা একটি লাঠি,
জীর্ণ আর দাগ-ধরা,
ক্যালিফোর্নিয়ার অশুভ নোনা সৈকতে
জোয়ারের মর্জিতে
জলে-পেটানো।

হঠাৎ একটি বেহালার কণ্ঠ
মিহি
আর ক্ষুধার্ত
সন্ধ্যার বাতাসে
ভেসে উঠলো
রাস্তার কুকুরের
আর্তনাদের মতো।
আমার জন্যে তা বিলাপ করলো, আমাকে খুঁজে বের করলো:
তা ছিল আমার সঙ্গী,
তা ছিল মানবজাতির গর্জন,
বালুর পরে ছড়িয়ে-পড়া অন্য কারো নিঃসঙ্গতা।

রাতে আমি সেই বেহালাটিকে খুঁজলাম।
আমি সড়ক থেকে কালো সড়কে খুঁজলাম,
বাড়ি থেকে জীর্ণ বাড়ি,
তারা থেকে তারায়।
তা মিইয়ে গেল,
গেল নীরব হয়ে,
তারপরে হঠাৎ ফুঁসে উঠলো,
একটি ঝলক
ঈষৎ-নোনা রাতের বেলায়।
এ ছিল বিস্ফোরক শব্দের একটি বিন্যাস,
সাঙ্গীতিক দেহরেখার একটি চক্র,
এবং আমি খুঁজতে গেলাম
সড়ক থেকে সড়কে
কালো বেহালাটির
প্রাণরেখা,
নীরবতায় নিমজ্জিত তার উৎস।
অন্তিমে সে
সেখানে ছিল,
একটি পানশালার প্রবেশ-পথেঃ
একটি মানুষ
আর তার ক্ষুধার্ত বেহালা।

সর্বশেষ মাতালটি
পাক খেতে-খেতে গেল তার ঘরে –
জাহাজের বাংকে,
টেবিল উল্টিয়ে
শূন্য গেলাস উঁচিয়ে।
অপেক্ষারত ছিল না কেউ আর,
এবং পথেও কেউ নয়।
মদ বাড়ি গেছে,
বীয়ার নিবিড় নিদ্রায়,
আর দোরপথে
তার জীর্ণ সঙ্গীকে নিয়ে
বেহালাটি নাক ডাকছে,

নাক ডাকছে
নির্জন রাতে
নিশুতি মাত্রায়
রূপো আর অভিযোগের ধ্বনি তুলে,
একক এক বিষয়
যা আকাশ থেকে নিংড়ে আনলো
পথিক আগুন, ধূমকেতু আর প্রেমিক কবিদের,
আর আমি বাজালাম আমার বেহালাটিকে
অর্দ্ধ-নিদ্রিত,
জোর-সাঁটা তা মোহনার মুখে, তারগুলো
জন্ম দিচ্ছে সেই বিরাণ ক্রন্দনের
কাঠ ক্ষয়ে হয়েছে মসৃন
অনেক আঙ্গুলের ঘর্ষণে।
সে-মসৃনতাকে অভিবাদন জানালাম আমি,
নিখুঁত সংযুক্ত নিখুঁত একটি যন্ত্রের
স্পর্শকে।
ক্ষুধার্ত মানুষটির বেহালা
আমার পরিবারের মতো ছিল,
আত্মীয়বর্গের,
আর তা শুধু এর ধ্বনির জন্যে নয়,
ক্রুদ্ধ তারায়-তারায়
তার আর্তনাদ তুলেছিল বলেই নয়,
নাঃ যেহেতু তা বড় হয়েছিল
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয়কে কাছে টানতে শিখে',
শিখে' নিরুদ্দিষ্ট পথিকের জন্যে গান গাইতে।

কুকুরটির জন্যে পদাবলি

কুকুরটি আমাকে প্রশ্ন করছে
আর আমার কাছে কোনো উত্তর নেই।
সে ধেয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে এবং প্রশ্ন করছে আমাকে
শব্দহীন,
তার চোখ
দুটো আর্দ্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন, দুটো ভেজা
জিজ্ঞাসু শিখা,
কিন্তু আমি উত্তর দিই না
কারণ, আমার কাছে উত্তরটি নেই।
আমার বলার কিছু নেই।

কুকুর আর মানুষঃ একত্রে আমরা ঘুরে বেড়াই
খোলা গ্রামাঞ্চলে।

পাতারা চক্‌চক্ করে, যেন
কেউ তাদেরকে
চুমু দিয়েছে
একের পর এক,
কমলালেবুর গাছ
মাটি থেকে উঠে আসে
রাতের মতন গোলাকার আর সবুজ
গাছে-গাছে
তুলে ধ'রে
ছোট-ছোট তারামণ্ডল,
ততোক্ষণ আমরা একত্রে ঘুরে বেড়াই, কুকুর আর মানুষ
সবকিছু শুঁকে-শুঁকে, সেপ্টেম্বরের উজ্জ্বল অঞ্জলিতে সুরক্ষিত
চিলির গ্রামাঞ্চলের তেমাথাগুলোয় ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে।
কুকুরটি থেমে পড়ে,
মাছি তাড়ায়,
অস্থির জল পেরিয়ে যায়,
কান পেতে শোনে
দূরের ঘেউঘেউ,
একটা পাথরের ওপরে হিসি করে দেয়,
আর আমার কাছে তুলে দেয় তার নাক-মুখের অগ্রভাগ,
যেন তা কোনো উপহার-সামগ্রী।
এ হলো তার ভালোবাসার সর্বশেষ,
তার ভালোবাসার বার্তা।

দু'দু'টো চোখ দিয়ে
সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে:
কেন এখন দিনের বেলা? কেন সবসময় রাত নামে?
ঘুরে-বেড়ানো কুকুরের জন্যে
কেন বসন্ত তার ঝুঁড়িতে অন্য কিছু আনে না,
শুধু অকাজের ফুল,
ফুল আর আরো ফুল?
এভাবেই কুকুরটি
প্রশ্ন করে
আর আমি উত্তর দিই না।

একত্রে আমরা ঘুরে বেড়াই,
ঝক্‌ঝকে সবুজ ভোরের বাঁধনে আবারো বাঁধা
মানুষ আর কুকুর,
বাঁধা উষ্ণ, শূন্য নির্জনতায়
যার ভেতরে শুধু আমরাই
বাস করি,
কুকুর আর শিশিরের মিলন
কিংবা কবি আর অরণ্যের।
এই দুই সঙ্গীর জন্যে,
সহচর শিকারীদের,
লুকনো বনমোরগ নেই, গোপন জাম;
রয়েছে শুধু পাখির গান আর সৌগন্ধ,
রাতের পাতনে
আর্দ্র পৃথিবী,
একটি সবুজ নালা, তারপরে একটি প্রান্তর,
কমলালেবুময় বাতাসের একটি দমক,
শেকড়ের মর্মর,
চলমান প্রাণ,
শ্বাস নিচ্ছে আর বেড়ে উঠছে,
আর সেই আদিম বন্ধুত্ব,
কুকুর কিংবা মানুষ হওয়ার
যে আনন্দ
একটি পশুর মধ্যে একীভূত
যা ছ' পায়ে
থপ্‌থপায়,
শিশির-সিক্ত লেজটি
নাড়াতে-নাড়াতে

বিড়ালটির জন্যে পদাবলি

প্রাণীগুলোর
কিছু গল্‌তি ছিলঃ
তাদের লেজ ছিল অত্যধিক লম্বা,
আর তাদের ছিল দুর্ভাগা মাথা।
তারপর তারা
একটু-একটু ক'রে
ঠায়ঠিক হতে শুরু করলো,
জমাটি হয়ে ভূদৃশ্য গড়তে,
জন্মদাগ নিয়ে, সুষমা, বীর্য।
কিন্তু বিড়ালটি,
শুধু বিড়ালটি
পূর্ণতা পেল,
আর গৌরবঃ
সম্পূর্ণ পূর্ণতার মধ্যে জাত
সে নিজেতে নিজে লেগে থাকলো, সে কি চায় তা সে জানে।

মানুষ হতে চায় মাছ কিংবা মোরগ,
সাপেদের হবে ডানা,
আর কুকুরেরা তো হবু সিংহ।
প্রকৌশলীরা হতে চায় কবি,
মাছি অনুকরণ করে সোয়ালোদের,
আর কবিদের জোর কোশেশ মাছির মতো চলার।
কিন্তু, বিড়াল
বিড়াল-ব্যতীত অন্য কিছু হতে চায় না,
আর প্রতিটি বিড়াল নির্ভেজাল
গোঁফ থেকে লেজ অবধি,
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থেকে শরীর-মোচড়ানো ইঁদুর,
নৈশপ্রহর থেকে সোনালি চোখের কাল পর্যন্ত।

বিড়ালের মতো আর কিছুই এতো
একসঙ্গে চলে নাঃ
ফুল কিংবা চাঁদেরও নেই

এমন সুসঙ্গতি।
সূর্য কিংবা পুস্পরাগ মণির মতো
এ নিজেই সম্পূর্ণ কিছু,
আর এর পৃষ্ঠদেশের স্থিতিস্থাপক বাঁক,
যুগপৎ সূক্ষ্ম এবং দড়ো,
কোনো চলমান জাহাজের গলুইয়ের মতোন।
রাতের মুদ্রা জমা রাখার পক্ষে
বিড়ালের চোখই
একমাত্র কৌটর।

ও রাজ্যহীন
ক্ষুদে রাজা,
মাতৃভূমিহীন দখলদার,
ক্ষুদ্র দরবারের বাঘ, স্বর্গের
পরিণয়-বিষয়ক সুলতান
রমণীয় শিলার ছাদে উৎক্ষিপ্ত:
যখন তুমি ঝড়জলে কাটাও
আর ক্ষিপ্র চার থাবাকে মাটিতে রাখো,
শুঁকতে থাকো–
পার্থিব সবকিছুতেই সন্দেহ–
(কারণ, বিড়ালের নিখুঁত থাবার কাছে
সবকিছুকেই নোংরা লাগে),
বাতাসে তখন তুমি
ভালোবাসা দাবি করো।

হে মুক্তকক্ষ গার্হস্থ্য পশু,
রাতের দুর্বিনীত পদচিহ্ন,
অলস, তৎপর আর
অদ্ভুত,
হে অতল বিড়াল,
মানব-প্রকোষ্ঠের গোপন পুলিশ
আর উধাও যে-ভেলভেট, তার চিহ্ন!
নিশ্চয় তোমার চালচলনে
প্রহেলিকা কিছু নেই,

হয়তো শেষ পর্যন্ত
তুমি কোনো রহস্য নও।
সব্বাই তোমাকে চেনে, সর্বন্যূন-রহস্যময় গেরস্থঘরে
তুমি থাকো।
প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতে পারে,
বিশ্বাস করতে পারে যে
তারা জনৈক বিড়ালের প্রভু,
মালিক, চাচা,
কিংবা সঙ্গী,
কোনো বিড়ালের সহকর্মী,
সাগরিদ কিংবা দোস্ত।

তবে আমি নই।
আমি কোনো বিশ্বাসী নই।
বিড়াল সম্পর্কে কোনো একটা কিছু জানি না।
আর-সবকিছু আমি জানি, জীবন আর তার দ্বীপপুঞ্জ,
সাগর আর তাঁর নগরীসমূহ,
উদ্ভিদজগত,
ফুলের গর্ভকেশর আর তার কেলেঙ্কারিগুলো,
অঙ্কের যোগ আর বিয়োগ।
পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির প্রসারণ
এবং কুমিরের অবাস্তব চামড়া আমি জানি,
ফায়ারম্যানের অদৃষ্ট দয়া
আর মোল্লার নীল পূর্বগানুকৃতি।
শুধু বিড়ালের অঙ্ক আমার মাথায় আসে না।
তাদের নিস্পৃহতার ওপর পিছ্‌লে যায় আমার মন।
তাদের চোখ রাখে সোনার শূন্য।

কিছু হলুদ ফুলের জন্যে পদাবলি

অন্য এক নীলের বিপরীতে, সাগর আর আকাশের বিপরীতে,
আপন নীলকে উড়িয়ে
এ-গুলো কিছু হলুদ ফুল

অক্টোবর এসে গেছে প্রায়

আর যদিও
সাগর, তার প্রস্ফুটনশীল পুরাকাহিনীগুলো,
আর তাদের উদ্দেশ্য আর তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ,
তবু যখন একটিমাত্র
হলুদ ফুলের সোনা
বালুর ভেতরে বিস্ফোরিত হয়,
তোমাদের চোখ
নিবদ্ধ হয় মাটিতে ।
তারা বিশাল সাগর আর তার ফেঁপে-ফুঁসে ওঠাকে পার হয়ে যায়।

আমরা ধুলো, এবং ধুলোতেই ফিরে যাবো ।
শেষ অবধি আমরা
বাতাস নই, নই আগুন কিংবা পানি,
শুধু
ধুলো,
বেশি নয়, কমও নয়, শুধু ধুলো,
আর, হতে পারে
কিছু হলুদ ফুল

গুচ্ছ বেগ্‌নিফুলের উদ্দেশে পদাবলি

ছায়ায় নিমজ্জিত
ঘনকুঞ্চিত গুচ্ছ।
তোমার সৌগন্ধের সঙ্গে
ভেসে উঠলো বেগুনি রঙের জল
আর কাঁচা রোদ।
আমার চোখ আর জীবনকে রোমাঞ্চিত ক'রে
তাজা
ভূতলবাসী সুন্দর
বেয়ে উঠেছে তোমার কলিকে ঘিরে।

ফুলগুলো
একেক বারে এগিয়ে দিয়েছিল
একেকটি রূপোলি বৃন্ত,
ছায়ায় তারা অঙ্কুরের পরে অঙ্কুর
এগিয়ে এসেছে অস্পষ্ট আলোর দিকে,
যতোক্ষণ না তীব্র সৌগন্ধের এক ভারে
তারা মুকুটিত করেছে
রহস্যময় গুচ্ছকে,
আর একত্রে
দূরাগত সৌরভ আর রক্তবর্ণ এক কেন্দ্রযোগে
গড়ে তুলেছে এক একক নক্ষত্র।

তীক্ষ্ম গুচ্ছ,
প্রকৃতির
একান্ত
সৌরভ,
সাদৃশ্য তোমার
ঢেউয়ের সাথে, চুলের শীর্ষের,
কিংবা সাথে গভীরে-নিমজ্জিত
বিপর্যস্ত কোনো জলপরির।
তবে ওপরে একান্তে
তোমার সৌগন্ধের নীল পিস্তলে
তুমি ছড়াও মৃত্তিকাকে,

মৃত্তিকার এক ফুলকে,
মৃত্তিকার এক সুবাস, আর তোমার অতিবেগুনী
আলো
এক আগ্নেয়গিরির দূরস্থিত আগুনে।

তোমার রমনীয়তায় আমি নিমজ্জিত করি
একটি ধ্বস্ত মুখ,
মুখ, ধুলো যাকে প্রায়ই ম্লান করেছে।
মৃত্তিকা থেকে
তুমি কিছু তুলে আনো।
এ নিছক সৌগন্ধ নয়,
তোমার সমগ্র বর্ণের
সুষম ধ্বনিমা নয়, নাঃ এ হচ্ছে
শিশির-ছেটানো একটি শব্দ,
শেকড়-সমেত কুসুমায়মান এক আর্দ্রতা।

নক্ষত্রময় বেগ্‌নির
ঝুরঝুরে গুচ্ছ,
সামুদ্রিক ফস্‌ফরোসেন্সের
ক্ষুদ্র, রহস্যময়
গ্রহ,
সবুজ পাতায় আশ্রিত নৈশ তোড়াঃ
সত্য হচ্ছে
তোমাকে প্রকাশ করার উপযোগী কোনো শব্দ নেই।

যে-কোনো শব্দের চেয়ে উত্তম
হচ্ছে তোমার সৌরভের স্পন্দন।

লবঙ্গফুলের উদ্দেশে পদাবলি

কাগজে কবরস্থ ছিলাম আমি,
ভালো-মন্দ সব বইয়ের
এক অশুভ-লক্ষণ ভোক্তা,
এবং দ্বীপটিতে পৌঁছুনোমাত্র–
সমুদ্রের সূর্য আর নুনে–
আমি আমার ছোট বাগান থেকে
লবঙ্গফুলকে
ঝাঁকি মেরে তুলে ফেললাম।
ওগুলোকে নালায় ছুঁড়ে ফেললাম আমি
আর চীৎকার করতে থাকলাম,
সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর কাঁটার জন্যে
আমার প্রবল আবেগকে সঙ্গত প্রমাণ ক'রে,
তাদের শীর্ষে
বেগুনী বিদ্যুতের বজ্র।
এভাবেই আমি বালুতে
আমার বাগান বুনেছিলাম।

অদৃশ্য আঙ্গুলে মন্দ বাতাস
ছড়িয়ে দিয়েছে
লবঙ্গফুলের যে-সৌগন্ধকে,
শহরতলীয় বলে আমি তার মুণ্ডুপাত করলাম।

বহু মাস–শতাব্দী কিংবা
অন্ধকার, উজ্জল আলো
আর রক্তের বহু বছরের মতো মাস–
দূরে থাকার পরে আমি
আজ ফিরে এসেছি।
দ্বীপে
লবঙ্গফুল
বুনতে ফিরে এসেছি আমি,
সৌগন্ধী আলোর চেয়ে
সামান্য অধিক কিছু,

হে লাজুক ফুলেরা,
নীরবতার
নিরেট নায়ক তোমরা:
বৃহৎ বিশ্বের
চারদিকে
দাপিয়ে বেড়ানোর পরে
আমি এখন তোমাদেরে ভালোবাসি;
কারণ,
স্বচ্ছতা সম্পর্কে আমি
একটি কি দু'টো বিষয় শিখেছি;
আর
কারণ
যখন আমি
হোচট খাচ্ছিলাম
আর মাথা ঠুকছিলাম,
এক বেগুনি
প্রভা
আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল,
এক শুভ্র কিরণ
আর এক পরিচ্ছন্ন শালের অশেষ সুবাস।
সেখানে বিনীত লবঙ্গফুলেরা
আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল
তাদের বিশ্বস্ত সৌরভ আর পরিত্যক্ত তুষার নিয়ে।
চেনা তারা আর হাত
আমার মস্তক
আবৃত করেছিল।
আমি সেই
প্রাদেশিক সৌরভকে চিনতাম:
সেই অন্তরঙ্গ সৌগন্ধকে
আমি পুর্নবার পার হলাম।

আমার প্রিয়, অথচ অবহেলিত
লবঙ্গফুলেরা
আমাকে ক্ষমা ক'রো।

তোমাদের স্বর্গীয়
ফুলগুলো
পুর্নবার
আমার বালুময় বাগানে
ফলেছে,
আমার হৃদয়কে
কমনীয়
সৌরভে ঋদ্ধ ক'রে।
কাঁচস্বচ্ছ সমুদ্র-বাতাস
দিনান্ত বেলায়
ঝরাচ্ছে
নীল নুনের
ফোঁটা,
সমুদ্র তুষার।

সবকিছু আবার উজ্জ্বল!
আমি দেখতে পাচ্ছি
পৃথিবী
অকস্মাৎ
সরলতর,
যেন
লবঙ্গফুলে পূর্ণ।
পৃথিবী
প্রস্তুত।
লবঙ্গফুলে পূর্ণ
এক নূতন দিন
শুরু হচ্ছে, সরলতায়।

এক টুকরো সাবানের জন্যে পদাবলি

আরো কাছে থেকে দেখবার জন্যে
আমি যখন
এক টুকরো সাবানকে
তুলে নিই,
এর প্রবল সৌগন্ধ
আমাকে বিস্মিত করে:
আহা সুবাস,
আমি জানিনা
তুমি কোত্থেকে আসো,
কি
তোমার বাড়ির শহর ?
আমার মাসতুতো বোন কি তোমাকে পাঠিয়েছে,
না-কি এসেছো ধব্‌ধবে কাপড় থেকে
আর তাদেরকে ধোয়ার হাত,
শীতল বেসিনের ছোপ তাতে?
এ্যাতো পরিষ্কার স্মরণ করতে পারি
যে-লাইলাককে,
তার কাছ থেকে এসেছো কি তুমি,
পারিজাতের গুচ্ছ থেকে,
ডালে-ডালে ঝুলে থাকা
সবুজ মোনাক্কা থেকে ?
খেলার মাঠ থেকে এসেছো কি তুমি,
কম্পমান
উইলোর
নিচে সাঁতার কেটে' এসেছো কি ?
এ তোমার কি ঝোপঝাড়ের সুবাস,
না-কি নবীন প্রেমের, না-কি জন্মদিনের
কেকের ? না-কি, বিষণ্ন এক হৃদয়ের
গন্ধ তোমার ?

আমার নাকে এ কি
নিয়ে আসো তুমি
প্রতিদিন
এ্যাতো ভোরে,

সাবান-টুকরো,
ভোরে স্নান করতে যাওয়ার আগে,
জিনিসপত্র বয়ে-নিতে ক্লান্ত মানুষের মধ্যে
হারিয়ে যাওয়ার আগে ?
মানুষের গন্ধ কি রকম,
মৃদু গন্ধ,
শায়ার
ফুলের,
বুনো মেয়েদের মধুর গন্ধ ?
না-কি, তা
পুরনো
আধা-ভুলে-যাওয়া
হাওয়ার
কোনো পাঁচ-
আর-দশের,
যে ভারী সাদা বুনন
কোনো চাষী হাতে তুলে ধরে, তার,
মদা গুড়ের পুরু ক্বাথ,
কিংবা লাল কারনেশানের,
যা ছিল আমার মাসীর পাশের দেয়ালে
লাল রঙের বজ্রের
কিংবা লাল এক তীরের মতন ?

আমি কি তোমার তীব্র গন্ধ
খুঁজে পাই
চড়া দামের সামগ্রীতে, ভোলার অযোগ্য
সৌগন্ধীতে, চুলকাটার দোকানে
এবং ঝক্‌ঝকে গ্রাম-এলাকায়,
মিষ্টি জলে ?
সাবান সাহেব,
আপনি এরূপই:
আপনি বিশুদ্ধ আনন্দ,
সঞ্চরণশীল সৌগন্ধ
যা টলতে-টলতে গড়িয়ে পড়ে
আর অন্ধ মাছের মতো
তলিয়ে যায়
বাথটাবের তলদেশে।

একজোড়া মোজার জন্যে পদাবলি

মারু মোরি আমার জন্যে
তার মেষপালকের নিজ-হাতে-
বোনা
এক জোড়া
মোজা
নিয়ে এলো।
খরগোসের পশমের মতো
নরম দু'টো মোজা।
আমি তাদের ভেতরে
আমাব পাগুলোকে ঢুকোই,
যেন তারা
সূর্যকিরণ আর ভেড়ার চামড়ার
সুতোয়-বোনা
দু'টো
ছোট বাক্স।
ঐ ভয়ঙ্কর মোজার ভেতরে
আমার পা
যেন দু'টো পশমী
মাছ,
দু'টো গোব্‌দা-গড়ন
নেভি-ব্লু হাঙর
একটি সোনালি সুতোয় লট্‌কানো,
দু'টো প্রকান্ড কালো পাখি,
দু'টো কামানঃ
এভাবেই আমার পায়েরা
সম্মানিত
হয়েছিল
ঐ আসমানি
মোজা দ্বারা।
তারা এতোই সুন্দর ছিল যে
সেই প্রথমবার আমার পাদু'টো
আমার কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল,

তারা যেন দু'জন জংধরা, বৃদ্ধ
ফায়ারম্যান, যারা
ঐ নক্‌শি-করা
আগুনের অনুপযুক্ত,
অনুপযুক্ত ঐ ভাস্বর
মোজার।

তা সত্ত্বেও
আমি তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলার
লোভকে
পরাভূত করলাম,
যে-ভাবে স্কুল-বালকেরা
জোনাকিকে পুরে ফেলে
বোতলের ভেতরে,
যে-ভাবে বিদ্বজ্জনেরা
পবিত্র দলিলকে
করে কুক্ষিগত।
কোনো সোনার খাঁচায়
তাদেরকে রুদ্ধ করার
আর প্রতিদিন দানা
আর গোলাপি লেবুর শাঁস খাওয়ানোর
মত্ত তাগিদকেও
দমন করলাম আমি।
অরণ্যে যে-শিকারীরা বিরলতম প্রজাতির
তরুণ হরিণকে
কাবাব তৈরির শিকে বিদ্ধ করে
এবং নেকরের লজ্জায় গিলতে থাকে,
তাদের অনুকরণে
আমি আমার পাদু'টো সামনে ছড়িয়ে দিই,
এবং তাদের ওপরে ঐ ঝলমলে মোজাজোড়াকে
টেনে তুলি,
আর তাদের ওপরে
আমার জুতোজোড়াকে।
অতএব, এই হচ্ছে

আমার পদাবলির নীতিকথাঃ
সুন্দরই সুন্দর
দু'-দু'বার
আর ভালো জিনিস ভালো দু'-দু'বার,
যখন তুমি কথা বলছো
পশমী মোজা নিয়ে
তীব্র শীতে

অভিধানের উদ্দেশে পদাবলি

হে চওড়া-ষাঁড়-পৃষ্ঠ, স্থূলকায়-
ভারবাহী-পশুবৎ, ছকমাপা-ভারী
বইঃ
যখন আমি তরুণ ছিলাম
তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে
আমার কোনো ধারণা ছিল না, আপন সম্পূর্ণতা সম্পর্কে
ছিলাম এতোই অন্ধ,
ভাবতাম আমি নির্ঘাত কোনো কেউকেটা।
পেট-ফোলানো,
মেজাজী ভাউয়াব্যাঙের মতো
আমি ঘোষণা করেছিলাম, 'সরাসরি
গর্জমান সিনাই থেকে
আমি পাই
আমার বাণী।
আল্‌কেমির সাহায্যে
আমি তাদের খাঁটি চেহারা
শুদ্ধ করে নেব।'

মহাত্মা মেইগাস্‌ কিছুই বললেন না।

প্রাচীন আর ভারী,
চামড়ার কোট-পরিহিত
অভিধান
চুপ করে থাকলো,
তার গোপন তথ্য সব প্রকাশ-করতে-অসম্মত।
তবে একদিন
একে ব্যবহার করার
এবং ছুঁড়ে দেয়ার পরে,
ফাল্‌তু আর
ছেঁড়াখোড়া বলে দেয়ার পরে,
আমার আরাম-কেদারা আর
বালিশ হিসেবে

অনেক কয়েক মাস কাজ করার পরে, অভিযোগ-ছাড়া
আর বুঝি সে পারছিল নাঃ উঠে দাঁড়ালো
আমার দরজায়–
বড় হতে-হতে, পাতা ঝাঁপটাতে-ঝাঁপটাতে
আর ঝাঁপটাতে-ঝাঁপটাতে বাসা,
ঝাঁপটাতে-ঝাঁপটাতে উঁচু শাখা।
সে একটি বৃক্ষে
পরিণত হলো–
একটি খাঁটি
পুষ্টিকর
আপেল বৃক্ষে, তেতো-বুনো আপেল কিংবা ফলবাগান-আপেল
এবং শব্দরা এর পাতার অন্তহীন চাঁদোয়ার মধ্যে
উজ্জ্বলভাবে শিহরিত হলো
জলস্বচ্ছ, সঙ্গীতময় শব্দ,
ভাষার পত্রালিতে উর্বর,
সত্য আর শব্দে অবনত।

হে অভিধান, আমি তোমার
একটি
পৃষ্ঠায়
যাচ্ছিঃ
Stodgy,
Stolen
বাতাস থেকে
এই সিলাবল্‌গুলো
গঠন-করা
বিশাল ব্যাপার।
আর একটু নিচে,
সেখানে রয়েছে
Storage
একটি শূন্যগর্ভ শব্দ যা অলিভ অয়েল কিংবা অমৃতের জন্যে অপেক্ষারত।
আর তার কাছেই
Stoop, Stout, Store,
Stork এবং Storm:
পিচ্ছিল আঙুরের মতো যা ঘেষ্‌টে যায়

কিংবা আলোতে উন্মোচিত হলে যা বিস্ফোরিত হয়
কোনো এককালে শব্দের পাতাল প্রকোষ্ঠে-
বন্দী অন্ধ বীজের মতো
এখন তা ফিরে এসেছে জীবনে, আবার ছড়াচ্ছে প্রাণ।
আবার হৃদয় তাদেরকে তপ্ত করে তুলছে।

অভিধান, তুমি নও
কোনো গোরস্থান, স্মৃতিপ্রস্তর কিংবা কফিন,
নও সমাধি কিংবা মুজোলিয়াম,
তুমি সংরক্ষণ,
লুকনো আগুন,
পদ্মরাগমণির প্রান্তর,
অন্তঃসারের
প্রাণময় ধারাবাহিকতা,
ভাষার শস্যভান্ডার।
একটি সুন্দর কাজ হচ্ছে
তোমার স্তম্ভসমূহ থেকে সঠিক আর মহৎ
শব্দটিকে তুলে-নেয়া,
কিংবা তুলে-নেয়া কর্কশ, বিস্মৃত প্রবচনটিকে,
যা স্পেনের সন্তান
লাঙ্গলের ফলার মতো
কঠিনকৃত–
সেকেলে যন্ত্রের ভূমিকায়
নিরাপদ,
নির্দিষ্ট সৌন্দর্যে
আর মেডালিয়ন-অভেদ্যতায়
সংরক্ষিত।
সেই অন্য শব্দটিও,
লাইনের মধ্যে যা
নিজেকে লুকিয়ে ফেলে'
ভেসে উঠেছে অকস্মাৎ,
মুখের মধ্যে সুস্বাদু কিছু
বাদামের মতো মসৃণ
কিংবা ডুমুরের মতো কোমল।

অভিধান, তোমার সহস্র হাতগুলোর
মাত্র একটিকে, সহস্র পান্নার
মাত্র একটিকে
আমার মুখে চালিত করো,
আমার কলমের নিবে,
আমার কালির পাত্রে
সঠিক
মুহূর্তে,
তোমার অনূঢ়া
স্রোতধারা থেকে
একক একটি
বিন্দু
আমাকে দাও,
তোমার উদার
শস্যভান্ডার থেকে
একক একটি শস্যকণা।
যখন আমার সর্বাধিক প্রয়োজন,
আমাকে দাও
তোমার ঘন সাঙ্গিতিক
আরণ্যক গভীরতা থেকে মাত্র একটি কম্পমান ধ্বনি,
একটি মৌমাছির
ব্যয়বাহুল্য থেকে
জেসমিনের অনন্ত ঋতু দ্বারা
সুবাসিত তোমার প্রাচীন বন থেকে
একটি পতিত কণার
একটি একক সিল্যাব্‌ল,
কম্পন কিংবা চিহ্ন,
একটি মাত্র বীজ:
আমি মাটিতে সৃষ্ট আর আমার গান, শব্দে।

এক জোড়া কাঁচির উদ্দেশে পদাবলি

হে বিস্ময়কর
কাঁচি
(দেখতে
পাঁখি কিংবা
মাছের মতন),
তুমি তো বীরব্রতী যোদ্ধার
ঝল্‌সানো সস্ত্রের মতো চক্‌চকে।

দুটো দীর্ঘ আর বিশ্বাসঘাতক
ছুড়ি
আড়াআড়ি ভাবে
সবসময়ের জন্যে যুক্ত,
যুক্ত
দুটো পিচ্চি নদী:
এভাবেই জন্ম নিল কাটার জন্যে একটি প্রাণী,
তরঙ্গময় লিনেনের মধ্যে সন্তরণরত একটি মাছ,
ক্ষৌরকারের দোকানে-দোকানে
উড়ে-বেড়ানো এক পাখি।

আমার দরজী-চাচীর
হাতের
গন্ধ
বহন করে
এই কাঁচি,
যখন তাদের
শূন্য ধাতব চোখ
আমাদের খর্ব-বন্দী
শৈশবের ওপরে
গোয়েন্দাগিরি করতো,
প্রতিবেশীদের জানান দিত
আমাদের কিশমিশ-চুরি আর চুম্বন সম্পর্কে

সেখানে,
ঘরে,
তার কোনো প্রান্তে
কাঁচি অতিক্রম করতো
আমাদের জীবনকে,
আর, আহা,
অনেক বস্ত্রদৈর্ঘ্যকে,
যা তারা কাটতো, আর কাটতেই থাকতো:
নববিবাহিত আর মৃতদের জন্যে,
নবজাতক আর হাসপাতাল-ওয়ার্ডের জন্যে।
তারা কাটতো,
আর কাটতেই থাকতো:
কৃষকদের
চুলও,
পাথরে-সেঁটে থাকা
উদ্ভিদের মতো দড়ো,
আর দ্রুত
রক্তে-রঞ্জিত আর আগুনে-দগ্ধ
পতাকা
এবং শীতের
লতা-বৃন্ত
আর টেলিফোনের
কণ্ঠের
স্বরনালি তার

অনেক আগে হারিয়ে-যাওয়া
এক জোড়া কাঁচি
তোমার নাভি থেকে
তোমার মা'র নাড়িটিকে
কেটেছিল
আর চিরকালের জন্যে
তোমাকে দিয়েছিল
তোমার পৃথক সত্তা।
আর এক জোড়া,

নয় আবশ্যিকভাবেই বিষণ্ন,
একদিন তোমার পরিধানের স্যুট কেটে
তোমাকে কবরে নিয়ে যাবে।

কাঁচিরা
সর্বত্র গেছে,
পৃথিবীকে খুঁজে দেখেছে,
সুখ আর দুঃখের টুকরোগুলোকে
নির্বিকারভাবে কেটে ফেলে-ফেলে।
কাঁচির কাছে প্রতিটি বস্তুই ছিল
আকৃতি দেয়ার উপযোগী উপকরণঃ
দর্জির
প্রকান্ড
কাঁচি,
মধ্যযুগীয় জাহাজের মতো সুন্দর,
আর হ্রাসমান চাঁদের আকারে
নখ ছাটার জন্যে
খুব ছোট কাঁচি,
আর শল্যচিকিৎসকের
সরু জলতল কাঁচি,
যা তোমার ভেতরের ঝামেলাগুলোকে
আর জন্মানো-উচিৎ-হয়নি-এমন-গিঁট্টুগুলোকে ছাঁটে।

এখন আমি কেটে ছোট করবো এই পদাবলিটিকে
শুভবোধের কাঁচি দিয়ে,
যেন এটি খুব দীর্ঘ না হয়, খুব ছোটও,
যেন মসৃন আর ভাঁজকৃত অবস্থায়
এটি আপনার
পকেটে ধরে
একজোড়া কাঁচির মতো।

এক বাক্স চায়ের প্রতি পদাবলি

হাতির দেশ
থেকে-আসা
চায়ের বাক্স,
এখন ভাঙা-চোরা
সেলাই-বাক্স,
বোতামের তারামণ্ডল:
তুমি নিয়ে এসেছিলে
ঘরে
এক পবিত্র
অনুপস্থাপনীয় সৌগন্ধ,
যেন তুমি এসেছো কোনো ভিন্ গ্রহ থেকে।
তোমার সাথে-সাথে আমার তরুণ ক্লান্ত হৃদয়
এলো দূর-দূর স্থান থেকে,
দ্বীপগুলো থেকে
প্রত্যাবর্তিত।
সাগরের পারে জ্বর নিয়ে
শুয়ে ছিলাম আমি, তখন ওপরে
সামনে-পেছনে
হাওয়া করছিল তালপাখা,
আমার আবেগকে শান্ত ক'রে
সবুজ বাতাসে আর গানে।

অনুপম
টিনের বাক্স,
আহা
কীভাবে তুমি আমাকে স্মরণ করাও
অন্য সাগরের উত্তালতা,
এশিয়ার ওপর মৌসুমী বায়ুর
গর্জন
যখন দেশগুলো
বাতাসের হাতে
জাহাজের মতো

কাঁপে
আর সিংহল ছড়ায়
তার সৌগন্ধ
ঝঞ্ঝাতাড়িত চুলের
মাথার মতোন ।

চায়ের বাক্স,
আমার নিজের হৃদয়ের মতো
তুমি এসেছিলে গল্প নিয়ে,
নিয়ে রোমাঞ্চ,
চোখ
যা তাদের দৃষ্টিতে ধ'রে রেখেছে
গল্প-কাহিনীর পাপড়িরাজি;
আর, হ্যা, চায়ের সেই
হারিয়ে-যাওয়া গন্ধ
জেস্‌মিন এবং স্বপ্নের,
ঘুরে-বেড়ানো বসন্তের সেই গন্ধ ।

চামচের জন্যে পদাবলি

চামচ,
মানুষের
সবচে' প্রাচীন হাত-দ্বারা
গঠিত হাতা,
ধাতু কিংবা কাঠের তৈরি
যে আদল তোমার,
আমরা দেখবো তাতে
প্রথম
হস্ত-তালুর
আকার,
যাকে
জল
দিয়েছিল
শীতলতা
আর বন্য
রক্ত,
বহ্ন্যুৎসব আর শিকারের
স্পন্দন।

কোনো শিশুর
ক্ষুদে হাতের
ছোট চামচ,
তার মুখে
তুমি তোলো
পৃথিবীর
প্রাচীনতম চুম্বন,
প্রথম জলের
মানুষের ঠোঁটে গান করার
নীরব ঐতিহ্য-
পরে যা ছিল
বালির নিচে
সমাধিস্থ।

আমাদের হাতের তালু থেকে বিচ্ছিন্ন
এই শূন্য স্থানে
কেউ একজন যোগ করলো
একটি কাঠের তৈরি
নকল বাহু,
এবং পৃথিবী জুড়ে
চামচেরা
উঠে আসতে শুরু করলো
আরো-আরো বেশি শুদ্ধ চেহারায়,
পাত্র আর পদ্মরাগমণি-লাল ঠোঁটের মাঝখানে
চলার জন্যে তৈরি চামচ,
কিংবা
পাতলা ডাল
আর ক্ষুধার্ত জনের বেহুঁশ মুখের মাঝখানে চলার জন্যে।

হ্যাঁ,
চামচ:
মানুষের পাশাপাশি
তুমি আরোহন করেছো
পর্বতে,
ভেসে গেছো নদীতে,
পূর্ণ করে তুলেছো
জাহাজ আর নগরী,
প্রাসাদ আর রান্নাঘর।
তবে,
তোমার যাত্রার
শক্ত অংশ
হচ্ছে দরিদ্র মানুষের থালায় ডোবা,
তার মুখে প্রবেশ।

আর তাই,
লড়াই ক'রে-ক'রে আর গান গেয়ে
নব জীবনের যে-আগমন
আমরা প্রচার করি,

হবে তা সুপের বাটির আগমন,
চামচের
শুদ্ধ জম্‌কালো সজ্জা।
হবে তা ক্ষুধামুক্ত
পৃথিবীতে
সারি-সারি পাত্র থেকে
সাগর-পরিমাণ ভাপের উত্থান,
আর চামচের সমূহ সমাবেশ সেখানে
অন্ধকারে ঝরাবে আলো
টেবিলে সাজানো তৃপ্ত ফুলের মতোন
উজ্জ্বল পিরিচে।

পিরিচের জন্যে পদাবলি

পিরিচ,
পৃথিবীর
সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ থালা,
গ্রহ আর গ্রহমন্ডলঃ
দুপুরে, যখন
সূর্য, নিজেই এক অগ্নিথালা,
আরোহন করে
দিনের
শীর্ষে,
তোমার তারারা
তখন হাজির হয়
পৃথিবীর টেবিলে-টেবিলে,
অগুন্‌তি
যূথ,
খাদ্যে ভরে যায়
বিশ্ব, আর মহাবিশ্ব,
সৌগন্ধে;
যতোক্ষণ
কাজ
ডেকে না নেয়
কর্মীদেরে,
আর
খাবার গাড়ি
আবার না-হয় শূন্য,
যতোক্ষণে পিরিচেরা ফিরে যায়
রসুইখানার গভীরে।

মসৃণ, নিখুঁত পাত্র,
পাথরের ওপরে এক ঝর্ণার ক্রিয়ায় তোমার জন্ম।
তারপরে মানুষের হাত
সেই নিখুঁত গর্ভকে
পুনরাবৃত্ত করলো

আর কুমোর তাকে নকল করলো ঠিক তেমন-তেমন
যেন
সময় তার সূতো দিয়ে
তাকে চিরতরে
পুরে দিতে পারে
প্রত্যেক মানুষ আর তার জীবনের মাঝখানে:
একটি পিরিচ, দুইটি পিরিচ, তিনটি ...
মৃৎশৈল্পিক আশা,
পবিত্র পাত্র,
তার গর্ভে নিখুঁত-সাটানো চন্দ্রালোক,
একটি মুকুটের সুষম সৌন্দর্য

কমলালেবুর জন্যে পদাবলি

কমলালেবু,
পৃথিবীকে তোমার আদলে আর
ভাবমূর্তিতে
তৈরি করা হয়েছিল।
সূর্যকে বানানো হয়েছিল গোলাকার,
শিখার খোসায় ঘেরা, আর রাত তার ইঞ্জিন আর পথকে
তোমার কুসুমে ঢেকে ফেলেছিল।
তেমনভাবেই হে পৃথিবী,
কমলালেবু গ্রহ,
এবং আমরা গিয়েছিলাম
তোমাকে খুঁজে পেতে।
গলানো সোনার জিহ্বার মতো
বেরিয়ে এসেছি
আমরা
একক একটি চাকার স্পোক।
ট্রেন আর নদীর পথে আমরা অর্জন করছি
কমলার জুড়িহীন এককত্ব।

আমার জন্মের দেশ,
হলুদ চুলের
মাথা,
শরতের তরোয়ালঃ
যখন আমি
ফিরে আসি
তোমার আলোয়,
যবক্ষার বর্জ্যে,
এ্যান্ডিয়ান ধাতুমলের
ঘষ্টানো চূড়ায়,
যখন আমি
অতিক্রম করি তোমার সীমান্ত আর জল,
যখন আমি
তোমার নারীদের প্রশস্তি করি,

করি প্রশংসা কীভাবে অরণ্য
আল্‌তোভাবে ঝাঁকায় পাখি আর পবিত্র পাতাদের:
কীভাবে গম শস্যগোলায় জমা হয়
আর জাহাজেরা অন্ধকার মোহনায়
পথ খুঁজে পায়:
আমি বুঝি যে তুমি,
গ্রহ, একটি
কমলালেবু,
আগুনের জাতক এক ফল।

তোমার ত্বকের বৃত্তে
জাতিরা
একত্রিত হয়
একক ফলের অংশগুলোর মতো।
প্রশান্ত মহাসাগরের
বৈদ্যুতিক আর প্রজ্বলিত নীল পত্রালির ওপরে
চিলি, তার পার্শ্বদেশের দৈর্ঘ্যমাফিক,
কমলালেবুর গাছের এক দীর্ঘ পোতাশ্রয়।

আজ
কমলালেবুর
দিন দাও
প্রতি দিন দাও,
আর মানবহৃদয়
আর তার ফলভার যেন
হয় তেঁতো আর মিষ্টি দুই-ই:
হয় যেন সতেজতার অদমনীয় উৎস,
ধরিত্রীর
রহস্যময়
সরলতাকে যেন তা ধারণ আর রক্ষা করে,
আর একটি কমলালেবুর নিখুঁত একত্বকে।

আপেলের জন্যে পদাবলি

হে আপেল,
তুমি আমার
প্রশংসার বস্তু।
তোমার নামের উচ্চারণে
আমি আমার মুখ
ভরে ফেলতে চাই।

অন্য যে-কোনো কিছুর
চেয়ে পৃথকভাবে
তুমি সর্বদাই তাজা।
সর্বদাই তুমি
মাত্র স্বর্গ থেকে
এইমাত্র পড়েছো:
প্রত্যূষের
গোলাপি গাল
পূর্ণ
আর নিখুঁত।

তোমার সাথে
তুলনায়
পৃথিবীর সব ফল
এতোই
বিদ্‌ঘুটে:
থোকাভরা আঙুর,
নির্বাক আমসব,
হাড্ডিসার
কুল আর ডুবে-থাকা
ডুমুর।
তুমি বিশুদ্ধ নির্যাসবৃক্ষ,
সুগন্ধী রুটি,
যা কিছু ফোটে,
তার পনীর।

তোমার গোল নির্মলে
আমরা যখন কামড় বসাই
আমরাও মুহূর্তের জন্যে
পিছিয়ে যাই
নবজাতকের
দশায়ঃ
আমাদের সকলের মধ্যেই এখনও কিছুটা আপেল রয়েছে।

আমি চাই
সম্পূর্ণ প্রাচুর্য,
তোমার
বহুগুণিত পরিবার।
আমি চাই
আপেলের
একটি নগর,
একটি প্রজাতন্ত্র,
একটি মিসিসিপি নদী,
আর আমি এর তীরে
দেখতে চাই
ধরণীর গোটা জনসংখ্যা
একত্রিত এবং পুনরেকত্রিত
আমাদের-জানা সরলতম উপায়েঃ
আমি চাই সকলে আপেলে কামড় বসাক

রুটির জন্যে পদাবলি

রুটি,
জন্ম তো তোমার
ময়দা থেকে,
পানি আর আগুন।
ঘন কিংবা হালকা,
চ্যাপ্টা কিংবা গোল
তোমার গড়ন
মায়ের বর্তুল
গর্ভের মতো,
আর পৃথিবীর
দ্বিবার্ষিক
ফুলে-ওঠার।
কতোই না
সরল তুমি, রুটি,
এবং কতোই বড়!
রুটিওয়ালার
পাউডারময় ট্রের
ওপরে তোমার সারি
রূপোর সামগ্রী কিংবা তস্তুরির মতো
কিংবা কাগজের টুকরোর,
আর হঠাৎই
জীবন ছল্‌কে পড়ে
তোমার ওপরে,
বীজ আর আগুন
হয় যুক্ত,
আর তুমি উঠছো বেড়ে, বেড়ে
অকস্মাৎই
নিতম্বের মতো, মুখ, স্তন,
মাটির স্তূপ
কিংবা মানুষের জীবনের।
তাপমাত্রা বাড়ে,
তুমি অভিভূত

পূর্ণতার দ্বারা, উর্বরতার
নির্ঘোষ, আর হঠাৎই
তোমার সোনালি রং নির্দ্ধারিত।
আর যখন তোমার ক্ষুদে গর্ভাশয়গুলোতে
বীজ পড়লো,
তোমার দু'ভাগের
টোস্টেড বিভক্তি-বরাবর
বাদামি একটি দাগ
পুড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।
এখন,
সম্পূর্ণ,
তুমি
মানুষের শক্তি,
প্রায়শ-প্রশংসিত এক অলৌকিক,
একেবারে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।

সকল মুখের পরিচিত রুটি হে,
আমরা তোমার
সামনে হাঁটু গেড়ে বসবো নাঃ
অস্পষ্ট দেবতা
কিংবা দুর্বোধ্য দেবদূতদের
সামনে মানুষ
হত্যা দেয় নাঃ
সাগর আর মাটি থেকে
আমরা আমাদের নিজেদের রুটি তৈরি করে নেব,
আমাদের পৃথিবী এবং গ্রহগুলোতে
গম বুনবো,
প্রতিটি মুখের জন্যে রুটি,
প্রতিটি ব্যক্তির,
প্রতিদিনকার রুটি।
যেহেতু আমরা এর বীজ বুনি,
গম জন্মাই
কোনো এক জনার জন্যে নয়,
সকলের জন্যে,

রুটি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে:
পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে
রুটি থাকবে।
যা-কিছুর রয়েছে রুটির
আকার আর গন্ধ,
তেমন সবকিছুকে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব:
খোদ পৃথিবীকেও,
সৌন্দর্য
আর প্রেম –
যা-সবকিছুর
রুটির স্বাদ রয়েছে,
তার আকার,
আর গমের অঙ্কুরোদ্গম।
সবকিছুই রয়েছে
ভাগ করে নেয়ার জন্যে,
বিনামূল্যে দেয়ার জন্যে,
বর্ধনের।

সে-কারণেই, রুটি,
যদি তুমি পালিয়ে যাও
মানুষের ঘরবাড়ি থেকে,
যদি তারা তোমাকে লুকিয়ে রাখে,
প্রত্যাখ্যান করে,
লোভী ব্যক্তিরা
তোমার দালালি করে,
আত্মসাৎ করে
ধনী,
গম যদি আকুল না-হয়
জমি আর তার শস্য-বোনার সারির জন্যে:
তাহলে, রুটি,
আমরা এবাদত করতে অস্বীকার করবো:
রুটি, আমরা তাহলে
ভিক্ষা চাইতে অস্বীকার করবো।
তোমার জন্যে আমরা তাহলে লড়াই করবো, অন্যের পাশাপাশি,

যারাই ক্ষুধাকে জানে, তাদের প্রত্যেকের পাশাপাশি।
তোমাকে খুঁজে
আমরা প্রত্যেক নদীতে যাবো, বাতাসে।
আমরা গোটা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব,
যেন তুমি পাতা মেলতে পারো,
আর পৃথিবী এগিয়ে যাবে
আমাদের সাথেঃ
পানি, আগুন আর মানবজাতি তখন
আমাদের পাশাপাশি লড়ছে।
গমের শীসের মুকুট মাথায় নিয়ে
আমরা প্রত্যেকের জন্যে
জয় করে নেব বিশ্ব আর রুটি।
তখন
জীবনের নিজেরই হবে
রুটির গড়ন,
গভীর আর সরল,
অপরিমেয় আর খাঁটি।
জীবন্ত সবকিছু
পাবে
মাটি আর জীবনের ভাগ,
প্রত্যেক প্রভাতে আমরা যে-রুটি খাই,
প্রত্যেকের প্রাত্যহিক রুটি
পাবে প্রভা,
পবিত্রতা;
কারণ, তা জিত হবে
দীর্ঘতম আর অমূল্যতম
মানবিক সংগ্রাম দ্বারা।

এই পার্থিব বিজয়ের
কোনো পাখা নেইঃ
পরিবর্তে, তার কাঁধে দোলে রুটি।
সাহসের সাথে সে উড়ে চলে,
পৃথিবীকে মুক্ত ক'রে দিয়ে,
বাতাসে উঁচু উড্ডীন
এক রুটিওয়ালার মতো।

হাতিচোকের উদ্দেশে পদাবলি

কোমল-হৃদয়
হাতিচোক
তার যোদ্ধার বেশ পরে নিল,
আর দৃঢ়পৃষ্ঠ তৈরি করলো
ছোট্ট একটি গোলাকার গম্বুজ।
এর মানদণ্ডের নিচে
এ ছিল অপ্রবেশ্য।
এর একেবারে পাশেই
পছন্দের সব্জি সব
তড়তড়িয়ে
আর এঁকেবেঁকে উঠেছিল
লতায়, নলখাগড়ায়
কিংবা নাটুকে কন্দে।
মাটির নিচে
ঘুমোচ্ছিল লাল-গোঁফ
গাজর;
মাটি শুকনো ক'রে শুষে নিয়েছে
তেমন লতাকে
মাটি থেকে যা টেনে তোলে মদ,
বাঁধাকপি সময় কাটালো
একটার পরে একটা ঘাগরা পরে দেখতে
আর অরেগানো খেটে চললো
ধরাকে সুবাসে ভরে তুলতে,
আর এর সবটা সময়
বাগানে নিজেদের কোণটিতে
হাতিচোক
যুদ্ধের জন্যে সেজেছে
ঝক্‌ঝকে
ডালিমের ন্যায়,
আর একইরূপ গর্বিত।

একদিন
তারা বাজারের মাঝখান দিয়ে
মিছিল করে চললো পাশাপাশি বেতের ঝুঁড়িতে,
সত্য করে তুলতে তাদের স্বপ্নকে:
সৈনিক হওয়ার।
সকলে সারি বেঁধে দাঁড়ালো,
মেলায় সেদিনকার চেয়ে
অধিকতর যুদ্ধংদেহী
তারা আর কখনো ছিল না।
সব্জির মাঝখানে দাঁড়ানো
সাদা পোশাকের পুরুষগুলো
ছিল হাতিচোকের
অফিসার সব।
দৃঢ়বদ্ধ সারি,
কুচকাওয়াজ-সারজেন্টের হাঁক,
পতনরত বেতের বাক্সের
গড়-গড় আওয়াজ।
তবে তারপরে
চলে এলো মারিয়া,
বাহুতে একটি ঝুঁড়ি নিয়ে।
নির্ভয়ে সে
একটি হাতিচোক
তুলে নিল,
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো,
আলোর ওপরে তুলে, যেন এটি একটি ডিম।
সে এটিকে কিনলো
আর ব্যাগে পুরলো
এক জোড়া জুতো সমেত,
একটি বাঁধাকপি আর
এক বোতল ভিনিগার;
রান্নাঘরে
ফিরে গিয়ে
এটিকে সে পাত্রে রাখলো।
এভাবেই

হাতিচোক নামের এক সশস্ত্র সজির
কর্মজীবন
শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি পেলো।
শেষ অঙ্কে
আমরা উন্মোচন করছি
এর স্বাদু সৌগন্ধ,
একে পাতায়-পাতায় অনাবৃত ক'রে,
মুখে পুরছি
সেই শান্তিপ্রদ তাল
যা থাকে এর সবুজ অন্তরে।

পেঁয়াজের জন্যে পদাবলি

পেঁয়াজ,
হে চক্‌চকে উষ্ণ পাত্র,
পরতের পরে পরতে সজ্জিত
তোমার সৌন্দর্য,
তোমাতে তারা স্বচ্ছ খোসা জুড়ে দিয়েছিল,
আর কালো মৃত্তিকার গভীর-গোপন তলে
তোমার শিশিরের উদর বেড়ে উঠেছিল গোলাকার।
রহস্যটি ঘটে ছিল
মাটির বুকের মাঝে,
আর যখন তোমার অলস সবুজ দণ্ডটি
মাত্র-উপস্থিত,
জন্ম নিয়েছে তোমার পাতা
যেন বাগানের তরবারি–
ধরণী তার শক্তি সঞ্চয় করেছে
তোমার নগ্ন সচ্ছতা থেকে,
আর দূর সাগর যেমন
আফ্রোদিতির মধ্যকার ম্যাগ্‌নোলিয়ার
আদলটি চুরি করেছিল
তার স্তনদেশ থেকে,
তেমনি ধরিত্রি,
পেঁয়াজ, তোমাকে
উজ্জ্বল বানিয়েছিল
গ্রহাদির মতো
আর কিরণ-দানে
নিয়ত-নিরত
স্থির যূথ,
জলের গোলাপ গোলাকৃত
দরিদ্র জনের
খাবার টেবিলে।

পাত্রটির ফুটন্ত নিষেকে
তুমি নিজের সতেজ উচ্ছ্বাস

সমর্পণ করো
উদারভাবে
আর তেলের জাজ্বল্যমান তাপে
স্ফটিকের টুকরো
পরিবর্তিত হয় সোনার বাঁকা পালকে।

আমি আরো ঘোষণা করবো কিভাবে তোমার প্রভাব
স্যালাডের প্রেমকে উস্‌কে দেয়,
আর আকাশ মনে হয় মদদ করে –
তোমাকে দেয় শিলার চমৎকার আকার,
টমাটোর আর্দ্ধেকটার ওপরে
তোমার টুকরো বিভার স্তুতিতে।
কিন্তু, মানুষের সাধ্যের মধ্যে,
তেলে সিক্ত
নুনে একটু মাখানো,
মজুরের ক্ষুধা তুমি মেটাও
তাদের বাড়ি ফেরার কঠিন পথে।
দরিদ্র জনের তারকা,
পরণকথার ঐশীমাতা
ঝকমকে কাগজে মোড়ানো
তুমি উঠে আসো মৃত্তিকা থেকে,
চিরকালের, অটুট,
বেহশ্‌তি বীজের মতন পবিত্র,
আর রসুইঘরের ছুরি যখন তোমাকে
টুকরো করে,
তখনই ঝরে
একমাত্র বেদনাহীন
অশ্রু:
একমাত্র তুমিই আমাদেরকে কাঁদিয়েছিলে কষ্ট না-দিয়ে।
সকল সপ্রাণ বস্তুর স্তুতি করেছি আমি, পেঁয়াজ,
কিন্তু, পাখির দৃষ্টি-কেড়ে-নেয়া পুচ্ছের চেয়েও
তুমিই আমার কাছে
অধিক নন্দন;
আমার চোখে তুমিই

এক বেহেশতি বেলুন, প্লাটিনাম পাত্র,
তুষারাবৃত অ্যানেম্যানির
নির্গতি নৃত্য।

তোমার স্ফটিক প্রকৃতিতে বেঁচে রয়
মর্ত্যের সৌগন্ধ।

টমেটোর উদ্দেশে পদাবলি

গ্রীষ্মকালে
দুপুরবেলায়
রাস্তায়
চারদিকে কেবল টমেটো।
দিবালোক
ভেঙ্গে যায়
একটি টমেটোর
সমান
দু'টুকরোতেঃ
এর রস
রাস্তায়
বয়ে যায়।
ডিসেম্বরে
টমেটোরা
নড়তে শুরু করেঃ
তারা রান্নাঘরে
হামলা করে,
মধ্যাহ্নভোজে হাজির হয়
কিংবা শেল্‌ফে গিয়ে
চড়ে বসে
গুরুগম্ভীর ভাবে...
পাশে গ্লাস,
বাটার ডিস
আর নীল লবনদান।
টমেটোদের
নিজস্ব বিভা রয়েছে,
আর এক কল্যাণকর জমক।
তা সত্বেও এটিকে আমাদের
হত্যা করতে হবেঃ
এর জ্যান্ত মণ্ডে
চাকু চেপে বসে,
এ এক রক্তাক্ত

অঙ্গ,
চোখা,
কাঁচা,
এক অশেষ
সূর্য।
চিলিতে
একটি টমেটো কোনো ফূর্তির বিয়েতে
স্যালাদকে পূর্ণ করে,
জ্বলজ্বলে পেঁয়াজের সঙ্গে।
এই মিলন উদ্‌যাপনে
আমরা সম্মত হই
ঢেলে দিতে তেল,
অলিভের নির্যাসের
বংশধর,
এর মুখব্যাদন-করা অর্দ্ধেকের ওপরে।
তারপরে মরিচ যোগ করে
তার সৌগন্ধ,
আর নুন তার যাদুর পরশ।
এই হচ্ছে দিনের
বিয়ে।
পার্সলে
এর মানকে
উন্নত করে,
আলু
জোর সিদ্ধ হতে থাকে,
আর রোস্ট
তার ঘ্রাণ
পৌঁছে দেয়
দোরে-দোরে:
এ এখন তৈরি!
চলুন!
ঐ তো তা : টেবিলে, গ্রীষ্মের
নিরক্ষে,
একটি টমেটো –

এক পার্থিব মণ্ডল,
এক উর্বর আর পৌনঃপুনিক
নক্ষত্র ...
তুলে ধরে তার
ভাঁজ
আর খাঁড়ি
এর নামী পূর্ণতা, প্রাচুর্য,
খাদ আর খোসা থেকে
মুক্ত,
কাঁটা আর আঁশ থেকে।
আমাদের জন্যে
তা টমেটোর
উপহার,
এই অগ্নিময় রং
আর অটুট সতেজতা।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের উদ্দেশে পদাবলি

ফুটন্ত
তেলে
ছপছপ করছে
পৃথিবীর আনন্দঃ
ভোরের হাঁসের
তুষারী পালকের মতন
কড়াইতে
যাচ্ছে
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই
আর অলিভের
কড়কড়ে তৈলস্ফটিক
থেকে
বেরিয়ে আসছে
আধা-সোনালি রঙে

রসুন তাদের
ঋণ দিচ্ছে
পার্থিব সৌরভ,
মসলা দিচ্ছে
সেই গুঁড়ো
যা আটকে দিচ্ছে পার্শ্বপ্রাচীর।
তারপরে
আইভরি স্যুটে
পুর্নসজ্জিত হয়ে
তারা আমাদের প্লেট
পূর্ণ করে তুলছে
পৌনঃপুনিক প্রাচুর্যে,
আর মৃত্তিকার সুস্বাদু সরলতায়

শুদ্ধস্বর
Tuchchher Padabali by
Pablo Neruda
Price ৳150 $7 £5
www.shuddhashar.com